ধর্ম্ম-বিজয়

নাটক।

শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।

হরিনাভি বঙ্গ নাট্যসমাজের সম্পাদক
শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

" যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

হরিনাভি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত।

১২৮২।

স্বত্বাধিকার বিক্রয়।

হরিনাভি বঙ্গনাট্যসমাজের সম্পাদক
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সমীপেষু।

আমি সভ্যগণের আকিঞ্চনে আমার রচিত 'ধর্ম্ম-বিজয় নাটক' তোমাকে বিক্রয় করিলাম। ইহার সহিত আমার কোন স্বত্ব রহিল না। ইতি ১০ ই ভাদ্র ১২৮২ সাল—

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

সুপ্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন রাজা হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া এই ধর্ম্ম-বিজয় নাটক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান ভাগটী করুণ-রস প্রধান এবং নাটকের উপযোগীও বটে। পণ্ডিতবর রামনারায়ণ পাঠক মণ্ডলীর পরিচিত। ইহাঁর নাটকখানি যে আধুনিক নাটক সমূহের মধ্যে এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া গণ্য হইবে বলা বাহুল্য। তবে পাঠকগণ, কি চক্ষে ইহাকে দর্শন করেন বলা যায় না।

এই নাটক খানিকে জন সমাজে প্রচারিত করিবার জন্য যে যে মহাত্মা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। ইহার শেষ ভাগে যে সকল সংগীত সন্নিবেশিত হইল, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। আমি এই নাটকখানি আমাদিগের নাট্যসমাজের নামে ক্রয় করিয়া লইলাম। আমার অনুমতি ব্যতীত কেহ এই নাটকখানি অভিনয় করিতে পারিবেন না।

হরিনাভি
২০ এ ভাদ্র
১২৮২

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
বঙ্গ নাট্যসমাজের সম্পাদক।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

রাজা হরিশ্চন্দ্র	অযোধ্যাধিপতি।
রোহিতাশ্ব	রাজপুত্র।
মানবক	বিদূষক।
বিশ্বামিত্র	রাজর্ষি।
পৈলব, বক্র }	বিশ্বামিত্রের শিষ্যদ্বয়।
বিশ্বরাট।	
উপাধ্যায়	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
বটু	উপাধ্যায়ের শিষ্য।
কইদাস	শ্মশানাধিপতি।
পাপ পুরুষ।	
লক্ষ্মী।	

সূত্রধার, ব্রহ্মচারী, ছাত্র, প্রতীহারী, সৈনিক ইত্যাদি।

শৈব্যা	রাণী।
চম্পকলতা	শৈব্যার পরিচারিকা।
জাহ্নবী, যমুনা }	পৌরাঙ্গনা।
বিদ্যাত্রয়।	
নটী।	

ইত্যাদি।

ধর্ম্ম বিজয়

নাটক।

[সূত্রধারের প্রবেশ]

(সঙ্গীত ১ সংখ্যা *)

সূত্র। (চতুর্দ্দিক দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদে) হাঁ। এইযে সভ্যগণ সমাগম পূর্ব্বক সভার শোভা সম্পাদন করেছেন। (সচিন্তচিত্তে) এঁদের তো কৌতূহল বিলক্ষণ, কিন্তু আমি কি পেরে উঠ্‌বো ? এ সভার মনস্তুষ্টি বিধান তো সহজ কর্ম্ম নয়। তবে এক বার প্রিয়াকে ডেকে দেখি—(নেপথ্যের প্রতি) প্রিয়ে একবার এদিকে এস তো। (সচিন্তচিত্তে) মহাকবি

* সঙ্গীত সকল পুস্তকের শেষে সন্নিবেশিত হইল। পাঠক মহাশয়গণ, অনুগ্রহ করিয়া সংখ্যানুসারে দেখিয়া লইবেন।

কালিদাস বলে গেছেন স্ুবর্ণ অগ্নিতেই পরীক্ষিত হয়, সত্য কথা, বাহ্যে চাকচিক্য দেখালে কি হবে, যদি এই গুণিমণ্ডল মণ্ডিত সভা মধ্যে প্রশংসা নিতে পারি, তবেই যথার্থ অভিনেতা বলে পরিচয় দিব। তা কৈ প্রিয়া এলেন না যে, শুন্‌তে কি পান নাই। বলি প্রিয়ে এদিকে একবার এসো না।

[সঙ্গীত করিতে করিতে নটীর প্রবেশ।]

২ সংখ্যা।

নটী। কেন,এত ঘন ঘন ডাকা হচ্ছিল কেন ?

সূত্র। প্রয়োজন আছে।

নটী। তা আমি বুঝেছি প্রয়োজন না থাক্‌লে কি ডাকা হয় ? ঐ যে কথায় বলে "কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরালে পাজী" তাই।

সূত্র। (সহাস্য বদনে) বটে, বলি প্রয়োজনটা কি তা জানো আগে, তার পর অমন কথা বোলো।

নটী। বলো না শুনি কি প্রয়োজন ?

সূত্র। প্রিয়জনের সন্নিধানই আমার প্রয়োজন।

নটী। (হাস্য বদনে) ঐ মুখখানি আছে কেবল—

সূত্র। প্রিয়ে মুখখানি আছে তাতো জানো, এখন এ মুখ রক্ষা করো।

নটী। কেন অরক্ষা কিসে হলো?

সূত্র। তবে বলি শোন, এই সভ্য মহোদয়গণ আমাকে এক খানি নাটক অভিনয় করতে বল্‌ছেন তা এঁদের মন্ তুষ্ট করতে পার্‌লে মুখ রক্ষা হবে।

নটী। তা আমাকে ডাকা কেন?

সূত্র। (হাস্য বদনে) তবু মুখপাত্‌টা—

নটী। না, সত্যি তামাসা নয়, আমার আমাতে কি হলো?

সূত্র। প্রিয়ে তোমার আশাই আশা করে এঁরা আছেন, হয় না হয় জিজ্ঞাসা করো না?

নটী। আঃ এত রঙ্গও জান, যাও যাও আর রঙ্গে কাজ নাই।

সূত্র। তুমি রঙ্গের বার্ত্তাও জান না, কিন্তু একেবারে রঙ্গ স্থলে এসে উপস্থিত হয়েছ।

নটী। এখন কোন্ নাটক অভিনয় কর্‌বে মনস্থ করেছো বলো শুনি।

সূত্র। কোন শান্তি রস প্রধান নাটক অভিনয় কর্‌বো ভাব্‌চি।

নটী। ঐতো ভাই আমার সঙ্গে তোমার বনে না।

সূত্র। কেন?

নটী। তা বৈ কি? শান্তিরস এঁদের মনোনীত হবে কেন? এঁরাতো তোমার মত শান্তি শতক নিয়ে থাকেন না। দেখ্‌চো না সভা মধ্যে নব্য সভ্যগণের সংখ্যাই অধিক, শান্তিরসের নাটকে কি এঁদের রসোদয় হবে।

সূত্র। অবশ্য হবে এই সম্মুখ উপবিষ্ট সভ্য সম্প্রদায়, এঁরা সর্ব্ব প্রকার রসাস্বাদনেই পটু, বিশেষতঃ অন্যান্য রস ঘটিত নাটক অভিনয় এখন সর্ব্বত্রই চল্‌চে, শান্তিরসের নাটক দেশ ভাষায় অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই, এটি নূতন।

নটী। (হাস্য বদনে) হাঁ তা বল্‌তে পারো নূতনের দিকে পুরুষ জাতির অধিক দৃষ্টি।

সূত্র। তোমাদেরই বা কসুর কৈ।

নটী। ও কথা আর বলো না—সে কথা থাক, এখন কোন্ খানি অভিনয় কর্‌বে বলো?

সূত্র। আবার কোন্ খানি শান্তিরসের নাটক, আর তো হয় নাই, সম্প্রতি শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা অবলম্বন করে যে নাটক লিখেছেন, তারি অভিনয় কর্‌বো।

নটী। হানি কি, তাই করো।

সূত্র। তবে চলো আমরা সুসজ্জিত হয়ে আসি। আমার প্রিয়বন্ধু মাধব ঐ দেখ রাজা হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করে আস্‌চেন।

নটী। (দেখিয়া) হাঁ—তবে চল যাই।

(ইতি প্রস্তাবনা।)

প্রথম অঙ্ক।

বিশ্রাম গৃহের সমীপ।

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। না বয়স্য, অমন কথা বলোনা, প্রজাপুঞ্জরঞ্জনই ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান কর্ম্ম। তাতে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ কর্‌তে আমার সঙ্কোচ নাই।

বিদূ। হাঁ তা-তাদের প-প-প্রতি মহারাজের মন এ-এ-এমনি বটে।

রাজা। তা হবে না, সন্তানে আর প্রজাতে ভেদ কি, বরং সন্তান অপেক্ষা ও প্রজাদের নিকটে অধিক প্রত্যুপকার প্রত্যাশা আছে।

বিদূ। স-সকল রাজার পক্ষে কিন্তু তা নয়।

রাজা। সকলের পক্ষেই তাই। রাজাদিগের প্রজাই ধন, প্রজাই মান, প্রজাই ভূষণ, প্রজাই দেহ। প্রজাদের মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল।

বিদূ। হাঁ ম-ম-মহারাজ যা বল্‌চেন স-সত্য কথা, কিন্তু স-সকল রাজ্যের প্রজাতো রাজার প্রতি পি-পিতৃভক্তি করে না?

রাজা। যেখানে করে না সেখানে রাজা-রই দোষ, যে সকল রাজপুরুষ, রক্ষক পুরুষ, করাদায়ি লোক, নিযুক্ত থাকে তাদের মূর্খতায় অমনোযোগিতায় স্বার্থপরতায়ই প্রজাদের বিরাগ জন্মে ওঠে।

বিদূ। তাতে রা-রাজার দোষ কি?

রাজা। তারা রাজার প্রতিনিধি কিনা, রাজা অমন অযোগ্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন কেন?

বিদূ। তা সে যাহোক ও কথা এখন থাক। আ-আপনি অমন করে আজ চ-চল্‌চেন কেন, যেন ট টল্‌চেন, মহারাজ বু-বুঝে চল্‌তে না জান্‌লে পড়্‌তে হয় তাতো জানেন।

রাজা। (সহাস্যবদনে) হাঁ ভাই সে কথা সত্য, রাত্রি জাগরণে আজ্‌ শরীরটে মাটি মাটি কচ্চে, কোথায় পা ফেল্‌চি বোধ হচ্চে না, নিদ্রা

ও একটী প্রধান ভোগ কি না, মনের বিশ্রান্তি ওতে যেমন হয়, আর কিছুতেই তেমন হয় না, আজ আলোকে ভাল করে চাইতে পাচ্চিনে, মুখে অনবরত হাই উঠ্‌চে, অন্তঃকরণ অপ্রসন্ন, নয়নের আবিলভাব, এ সকলি আমার অনিদ্রার ফল। (উভয় করে নয়ন মার্জ্জন করত) ভাল, কুলগুরু আমাকে হঠাৎ রাত্রি জাগরণ করতে বল্‌লেন কেন?

বিদূ। (সহাস্য বদনে) রা-রাজমহিষী বাসক সজ্জায় ছিলেন তা-তাঁকে ম-মনোদুঃখ দেওয়া—

রাজা। মহিষী বাসকসজ্যাবস্থায় থাক্‌-বেনই কেন, আমি যে তোমাকে দিয়ে সম্বাদ পাঠিয়ে ছিলেম।

বিদূ। তা আ-আমি ও তো গিয়ে প্রায় তা-তাই বলেছি।

রাজা। প্রায় আবার কি?

বিদূ। কি জা-জানেন মহারাজ, ঐ অনুস্বার বিসর্গ একটা আধ্‌টা যদি ভু-ভুল হয়ে থাকে

রাজা। অনুস্বার বিসর্গ কি, বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, তুমি গিয়ে কি বলেছ বলনা শুনি।

বিদূ। তা কি এ-এখনো ম-মনে আছে, ভাল আপনি বলুন দেখি, কি বলে পাঠিয়ে ছিলেন ?

রাজা। আমি বলে পাঠিয়ে ছিলেম, আমি আজ অগ্নিগৃহে রাত্রি জাগরণ কর্‌বো।

বিদূ। হাঁ হাঁ ম-মনে হয়েছে, আ-আমি গিয়েও তাই বলেছি।

রাজা। কি বলেছ ?

বিদূ। বলেছি ম-মহারাজ আজ্‌ অন্তঃপুরে রা-রাত্রিযাপন কর্‌বেন।

রাজা। ও কিও—

বিদূ। কেন ? ও একটু ই-ইদিক্‌ উদিক্‌ বৈ ত নয়, আপনি বলেছেন অ-অ-অগ্নিগৃহে, আমি না হয় বলেছি অ-অন্তঃপুরে, রাত্রি জাগরণ রা-রাত্রি যাপন ও তো এ-একই কথা।

রাজা। বাঃ বেশ মানুষ তুমি।

বিদূ। আজ্ঞে মহারাজের বন্ধু কি না বে-বেশ না হবো কেন।

রাজা। বিলক্ষণ কাজটী তো করে বসেছ, কেন অমন করে বল্‌লে কেন?

বিদূ। বল্‌লেম কেন জানেন? ওরূপ প্রিয় কথা না বল্‌লে (উদরে হস্তাবমর্ষণ) জ-জনার্দ্দনের যোগাড়টী হয় কৈ?

রাজা। তা এর পর যে ধনঞ্জয় ঘট্‌বে তার কি ঠাওরালে?

বিদূ। (হাস্যবদনে) সে ম-মহারাজের উপরে—

রাজা। কেন, আমার উপরে কেন, আমার দোষ কি, আমি তো পূর্ব্বে বলে পাঠিয়েছি।

বিদূ। আ-আমিওতো গিয়ে বলেছি।

রাজা। ছি ভাই তুমি ভারি অন্যায় করেছ।

বিদূ। তা তো হ-হয়েছে বটেই।

রাজা। তার পর যে অভিমান হবে।

বিদূ। তা-তারোতো ও-ঔষধ আছে?

রাজা। কি ঔষধ?

বিদূ। কেন হা-হাত যোড়, গলায় কাপোড়, পায় পড়া—

রাজা। দূর মূর্খ সে সকল তোদের।

বিদূ। (হাস্যবদনে) কেন আ-আপনারা কি হ-হবিশ্বি করেন নাকি, মহারাজ ব-বড় মানষের ও সব বা-বাড়াবাড়ি। (উচ্চহাস্য)

রাজা। (বিরক্তি ভাবে) আর হেসে কাজ নাই। হুঃ মূর্খ হতে সকলই হয়। এখন কি করি, মহিষী অভিমানিনী হয়েইছেন, তাকে সান্ত্বনা না করে মৃগয়াতে তো যাওয়া হয় না।

বিদূ। ম-মহারাজ মৃগয়া ফৃগয়া ও-ওসব কেন, অ-অনেক দিনের পর রাজধানীতে এসেছেন, কিছু দিন বিশ্রাম করুন, ভা-ভাল মন্দ সামগ্রী খাউন দাউন, মৃগয়াতে কেবল ক-কষ্ট বৈত নয়।

রাজা। সে উপদেশ তোমায় দিতে হবে না। সে যাহোক অগ্রে মহিষীকে সান্ত্বনা করে আশা উচিত।

বিদূ। হাঁ সেটী আগে ক-কর্ত্তব্য।

রাজা। তবে চলো যাই।

বিদূ। আ-আমি নই আপনি যাউন।

রাজা। কেন ভয় হয়েছে নাকি। তোমাকে যেতে হবে। (বস্ত্রাকর্ষণ)

বিদূ। আ-আমি গে কি কর্‌বো মহারাজ, আ-আমি বল্‌তে কৈতে যেমন তাতো আপনি পরিচয় পেয়েছেন এক কথা বল্‌তে আর এক কথা ব-বলে ফেল্‌বো।

রাজা। না যা বল্‌তে হবে আমি ভাল করে শিখিয়ে দিব এখন।

বিদূ। তা দিন আগে শি-শিখিয়ে।

রাজা। আচ্ছা দিচ্যি, তুমি গিয়ে বল্‌বে রাজমহিষি আমারি দোষে এই ঘটনা হয়েছে।

বিদূ। ম-মহারাজেরই দোষে—

রাজা। না না আমার কেন, তোমারি দোষে—

বিদূ। তা-তাই বল্‌বো, রাজমহিষি তো-তোমারি দোষে—

রাজা। আঃ তোমার নিজেরই দোষে—

বিদূ। আজ্ঞে তা-তাইতো বল্‌চি, রাজ-মহিষি তো-তোমার নিজেরই দোষে—

রাজা। এ মহা মূর্খের হাতে পড়লেম!

বিদূ। ম-মহারাজতো পণ্ডিত, তা আপ-নারও যেমন বি-বিদ্যে আ-আমারও সেইরূপ। (উচ্চ হাস্য ও দূরে নিরীক্ষণ করত) না মহা-রাজ আর যে-যেতে হলোনা, ঐ যে রা-রাজ-মহিষী এ দিকেই আস্‌চেন। এই বি-বিশ্রাম গৃহে বস্‌বেন বো-বোধ হচ্যে।

রাজা। আস্‌চেন? দেখ দেখি ভাই কি ভাবে আস্‌চেন, ক্রোধের কিছু চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্য?

বিদূ। (দেখিয়া) আজ্ঞে, বি-বিলক্ষণ, শরীরে আভরণ নাই স-সব খুলে ফেলেছেন। ঐ যে চ-চ-চম্পকলতার হাতে আ-আভরণ গুলি, ইস ভা-ভারি রাগ। (পুন-র্নিরীক্ষণ করিয়া) মহা-রাজ ঐ চচ-চম্পকলতা মাগী ভারি দুষ্ট, হাত মুখ নেড়ে বোধ হয় আ-আরো রাগিয়ে দিচ্যে।

রাজা। দিক না, কারণ প্রকাশ হলে, উল্‌টে আবার অপ্রস্তুত হবেন। [illegible] য়স্য এসো

আমরা ঐ স্তম্ভের ব্যবধানে থেকে শুনি, কিরূপ কথা বার্ত্তা হয়।

বিদূ। চ-চলুন যাই——(স্তম্ভ ব্যবধানে উভয়ের অবস্থিতি।)

[চম্পকলতার সহিত শৈব্যার প্রবেশ]

(ও উভয়ের গৃহমধ্যে উপবেশন)

চম্পক। রাজমহিষি—অলঙ্কার গুলি পর্বেন না?

শৈব্যা। না সখি, ওকথা আমাকে বলো না। (অধোবদনে)

চম্পক। তা পরে কায নাই, যিনি শরীরের অলঙ্কার, তিনি যখন এমন নির্দ্দয় হলেন, প্রতারণা কর্লেন, তখন আর ওতেইবা কায কি?—তা চুল্টো বরং জড়িয়ে দিই। (কেশ বন্ধন চেষ্টা।)

শৈব্যা। না সখি, আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই, আমার মন বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। আমি এত আকিঞ্চন কর্লেম, এত আশা কর্লেম, মহারাজ বহু দিনের পর রাজধানীতে

এসেছেন, বিশেষতঃ মানবকের দিয়ে সম্বাদ পাঠিয়েছেন, তা কেন আমার অদৃষ্টে এমন হলো, আমিতো তাঁর মন জানি।

(সঙ্গীত সংখ্যা ৩)

চম্পক। ঐ তো ভাই—ওতেই তো মহারাজের এত স্পর্দ্ধা হয়েছে, এত প্রতারণা কচ্যেন।

শৈব্যা। নানা সখি ওকথা বলো না। আমার অদৃষ্টই আমার প্রতিবাদী হয়েছে। তা এখন ভাই আমি কি করি?

চম্পক। জিজ্ঞাসা করলে স্বরূপ কথাই বলতে হয়, রাজমহিষি, তুমি একটু রাগ করে থাক দেখি, মহারাজ নিকটে এলে কথা কৈও না। তা পারো কৈ, জান না ভাই মান না করলে মান বাড়ে না।

শৈব্যা। সখি সে কথা সত্য, কিন্তু আমি মনে করি মান্ করবো, কথা কবো না, কিন্তু মহারাজ নিকটে এলে তো তা ঘটে না, আবার একটী ভাবান্তর উপস্থিত হয়! সে মুখচন্দ্র দেখলে

অন্তরের তিমির দূরে যায়, হৃদয় কুমুদ প্রফুল্ল হয়, আর মান টান থাকে না, ভ্রূভঙ্গ করতে যাই নয়ন অমনি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, মনকে কঠিন কর্‌বো কি শরীর অমনি লোমাঞ্চিত হয়, মৌন হয়ে অধোবদনে থাক্‌বো, পোড়া মুখে অমনি হাসি এসে উপস্থিত হয়। তাতেই বলি ও আমার ঘট্‌বে না। আর তাও বলি, সখি যাতে তিনি দুঃখ পাবেন, এমন কর্ম্ম কি কর্‌তে আছে, তিনি স্বামী পরম গুরু আমি তাঁর চরণের দাসী, চরণসেবা করে কৃতার্থ হবো, এই প্রত্যাশা।

(সঙ্গীত সংখ্যা ৪)

রাজা। (জনান্তিকে) বয়স্য শুন্‌লে পতিব্রতার বাক্য, ভাই আমিই ধন্য, যার পতিব্রতা স্ত্রী তার চেয়ে ক্ষণজন্মা পুরুষ কে আছে? তা এখন যাও আর ওঁকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। এই সময় গে অভিমান ভঙ্গের উপায় দেখ।

বিদূ। (জনান্তিকে) হাঁ এই যাচ্যি। (নিকটে গিয়া হাস্য মুখে প্রকাশ্যে) রা-রাজ

মহিষি ব-বলি কালিকেকার আ-আহারটা বি বিলক্ষণ হয়েছিল।

সখী। কালি আহার হয়েছিল, আজ প্রহার হোক্।

বিদূ। (সভয়ে স্বগত) মাগী ভারি দুষ্ট ও সব পারে। (প্রকাশ্যে) কেন কেন আ-আমাকে কেন। আমি তো উ-উল্‌ট পাল্‌টা কিছু ব-বলি নাই।

মহিষী। হাঁহে বয়স্য মানবক, বলি আমার মত সৌভাগ্যবতী স্ত্রী কোথায় আছে নাকি।

বিদূ। (স্বগত) এযে ভারি রাগ দেখ্‌চি। (প্রকাশে) নানা রাজমহিষি, এমন কথা মনেও কর্‌বেন না।

মহিষী। তবে কাল অমন প্রতারণাটা হলো কেন?

বিদূ। কি জানেন রা-রাজমহিষি—রা-রাজা রাজড়ার এক কথাই স্বতন্ত্র, কখন কি ঘ-ঘটে কেউ বল্‌তে পারে?

মহিষী। আর কিছু ঘটেছে নাকি?

বিদু। ঘটেছে বৈকি। হঠাৎ কুলগুরু আদেশ কর্‌লেন ম-মহারাজ অগ্নিগৃহে আজ্ রাত্রি জা-জাগরণ করুন। আমাকে দেও সে-সেই সম্বাদ পাঠিয়েছিলেন আমি ভুলে একে আর ব-বলিছি।

মহিষী। কেমন সখি একি সম্ভাবিত?

সখী। তুমিও যেমন ভাই, ওর কথা শুন্‌চো এখন উই না বলে কি বল্‌বে?

রাজা। (নিকটে আসিয়া) মহিষি মানবক মিথ্যা বল্‌চে না, আমার অনাগমনের ঐ কারণ।

মহিষী। (দেখিয়া সসম্ভ্রমে স্বগত) এই যে এখানে মহারাজ! (অধোবদন)

রাজা। প্রিয়ে, বহু দিন সাক্ষাৎ কর্ত্তে পারি নাই, গত রাত্রেও গুরু বাক্য পালন কর্‌তে হয়েছে দেব কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেম। (বসিয়া) অভিমান করো না।

[প্রতীহারীর প্রবেশ]

প্রতী। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ কুলগুরু ছাত্রকে শান্তির জল দিয়ে পাঠিয়েছেন।

তাঁর অভিপ্রায় মহারাজ রাজমহিষীর সঙ্গে একত্রে এই শান্তি গ্রহণ করেন।

রাজা। তবে এখানেই আস্‌তে বলো।

প্রতী। যেআজ্ঞা। (প্রস্থান)

রাজা। কিসের শান্তি?

বিদূ। প-পয়সার শান্তি। মু-মুনি বেটা-দের কি? এই দেখুন না অ-অনেক দিনের পর আপনি রাজধানীতে এলেন, নিরর্থক রা-রাত্‌টে জাগালে, আবার আজ্ এক ছল করে পা-পাঠিয়েছে, কিছু নে-নেবে আর কি।

রাজা। সে কি, এমনো কি হতে পারে।

[ছাত্রের প্রবেশ]

আসুন প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

ছাত্র। মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, উপাধ্যায় এই শান্তির জল পাঠিয়েছেন, রাজ-দম্পতী একত্রে এই জল গ্রহণ করুন্। আর কোন অমঙ্গল হবে না।

(রাজা রাজ্ঞীর উপবেশন ও জল প্রক্ষেপ)

রাজা। (প্রণাম করিয়া) এ শান্তির কারণ কি, কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা ছিল নাকি?

ছাত্র। মহারাজ আপনি রাজ্যে ছিলেন না, এই কয় দিবস রাজ্যমধ্যে অত্যন্ত অমঙ্গল চিহ্ন সকল প্রকাশ পাচ্যে। কেন মহারাজ দেখ্‌চেন না? পর্ব্ব ব্যতীত চন্দ্রগ্রহণ, প্রত্যহ সূর্য্য মণ্ডল, ভয়ানক উল্কাপাত, অতীব ভীষণ দিগ্‌দাহ ইত্যাদি নানাবিধ দুর্নিমিত্ত ঘট্‌চে।

রাজা। হাঁ যথার্থ হচ্যে বটে। কেন হচ্যে বিশেষ অনুভব করা যায় নাই।

ছাত্র। মহর্ষি এই সকল ঔৎপাতিক ব্যাপার দেখে, যোগদৃষ্টি দ্বারা নিশ্চয় জান্‌লেন, মহারাজের অত্যন্ত অমঙ্গল হবেই। তা পরিণামে মঙ্গল হয় এই কামনায় এক অদ্ভুত শান্তি করেছেন, বল্‌লেন, মহারাজ আমার বাক্যে কালি রাত্রি জাগরণ করে আছেন, এইক্ষণে এই শান্তি জল সস্ত্রীক হয়ে গ্রহণ করুন্, পরিণামে মঙ্গল হবে।

রাজা। অবশ্য হবে, মহর্ষির বাক্য কি কখন অন্যথা হতে পারে।

ছাত্র। তবে আমি চল্‌লেম।

রাজা। প্রণাম।

[ছাত্রের প্রস্থান।

মহিষী। (জনান্তিকে) সখি—এই তো মানবক যা বলেছে সত্য, তবে মহারাজের উপর অভিমান করা আমার অন্যায় হয়েছে।

সখী। (জনান্তিকে) হাঁ রাজমহিষি, ভারি অন্যায় হয়েছে বটে।

মহিষী। মহারাজ আমি কোন বিষয়ে অপরাধিনী হয়েছি, এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্চি, আপনি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করুন।

রাজা। হাঁ ক্ষমা কর্‌তে পারি, যদি তোমাকে আভরণ গুলি আপনি পরিয়ে দিতে পাই।

সখী। (হাস্য বদনে) অবশ্য এ কথা আপনি বল্‌তে পারেন। এই নিন্ পরিয়ে দিন। (অলঙ্কার প্রদান)

রাজা। (অলঙ্কার লইয়া) এ শরীরে আভ-

রণ শরীরেরই অবমাননা মাত্র, যেহেতু এ শরীর আভরণের আভরণ। তবু এক বার পরিয়ে দেখি। (রাজা আভরণ পরাইতে উদ্যত)

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী। মহারাজ প্রধান সেনাপতি নিবেদন কর্‌লেন, মৃগয়া যাত্রার সকল আয়োজন করা হয়েছে, শুভলক্ষণও উপস্থিত এক্ষণে মহারাজের যেরূপ অনুমতি হয়।

রাজা। বলগে আমি যাচ্যি।

প্রতী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

রাজা। তবে আভরণ পরাণ এখন থাক, আমি মৃগয়া থেকে এসে পরিয়ে দিব।

বিদূ। আঃ কি পাপ, এ বেটা ম-মরে কেন? বহু দিনের পর ম-মহারাজ রাজধানী:তে এসেছেন, দুদিন ভাল করে খান দান। এ-এ বেটা মৃগয়া মৃগয়া করে ব্যতিব্যস্ত কর্‌লে। মৃ মৃগয়া কর্‌তে গে ঐ বেটার গ-গয়া হয়।

মহিষী। নাথ আজ মৃগয়াতে যাবেন ?

রাজা। কেন প্রিয়ে তোমার কি অভি-প্রায় নয় ?

মহিষী। নাথ আমার দক্ষিণ চক্ষু নাচ্যে, মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন, আজ্ আপনি ক্ষমা করুন, মৃগয়াতে আজ্ যাওয়া হবে না।

রাজা। বয়স্য কি বল, পতিব্রতা স্ত্রীর নিষেধ।

বিদূ। কেবল পতিব্রতাই কেন ? আ-আমি ব্রাহ্মণটী খাঁটো নই, আমিও আপনাকে নিষেধ কচ্যি। মহারাজ ব-বন মধ্যে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে, নাই গেলেন।

রাজা। ভাই বলচো বটে, কিন্তু তোমাদের এ অনুরোধ রক্ষা আজ আমি করতে পারলেম না, বন্য শ্বাপদ সকল তপস্বিদিগের তপোবিঘ্ন কচ্যে, আমাকে যেতে হলো। প্রিয়ে তুমি স্নানাদি করগে।

(রাজার সহিত সকলের গাত্রোত্থান)

বিদূ। তবে আপনি বলে দিয়ে যাউন

(উদরে হস্তাবমর্দ্দণ) আজও যেন ভা-ভা-ভা-ভাল করে হয়।

[হাস্য বদনে সকলে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য ভূমি।

[নেপথ্যে সঙ্গীত]

(সংখ্যা ৫)

[মৃগয়াবেশে সৈন্যগণের প্রবেশ]

কেহ। ঐ যায় ঐ যায়—

কেহ। মার মার—

কেহ। আমি মেরেছি—মৃগ কত মেরেছি তার সংখ্যা নাই—

কেহ। আমি দুটো বাঘ মেরেছি—

কেহ। আমি একটা গণ্ডার মেরেছি—

[সত্বর এক ব্যক্তি সৈনিকের প্রবেশ]

সৈনিক। (শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে) মহারাজ কোথায়, মহারাজ কোথায়, এমন বরাহ দেখি নাই, উঃ, কি প্রচণ্ডমূর্ত্তি, কজ্জল রাশির

ন্যায় বর্ণ, দশনে পর্ব্বত বিদারণেও সমর্থ, ওকে বধ করা আমাদের সাধ্য নয়,উঃ যাচ্যে দেখ, ওঃ।

সকলে। কৈ কৈ ?

সৈনিক। ঐ যাচ্যে, ঐ যাচ্যে, এস আমি দেখাই গে।

[সকলের সত্বর প্রস্থান।

[বিঘ্নরাটের প্রবেশ]

বিঘ্ন। (হাস্য বদনে) আমি বিঘ্নরাট্, আমার স্বভাব, যে যখন যে কোন কার্য্য আরম্ভ করে, তারি ব্যাঘাত দিয়ে থাকি, অধিক কথা কি, আমি মহাদেবের তপস্যার বিঘ্ন করেছি, দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞও ধ্বংস করেছি, তবে অনুগ্রহ করে যার ব্যাঘাত করিনে, সেই কৃতকার্য্য হয়, নতুবা আমার হাতে কারো রক্ষা নাই। দয়া করে এতদিন বিশ্বামিত্রকে কিছু বলি নাই, ও তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত হয়ে গেল, কিছুই প্রতিবন্ধকতাচরণ করি নাই, যা মনে করেছে তাই করেছে, ও ব্রহ্মাদি দেবতার অসাধ্য কার্য্য কর্‌তে ভয়ানক তপস্যা আরম্ভ করেছে, সৃষ্টি-

স্থিতি প্রলয়কারি বিদ্যাত্রয় সিদ্ধ কর্‌বে! কি আশ্চর্য্য, বেটার বাসনাও কম নয়! এতেতো আমাকে বিঘ্ন কর্‌তে হবেই, কেননা ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, আর কিছুই কর্‌তে পারেন না, বিষ্ণু স্থিতি করেন সৃষ্টি ও প্রলয় কর্‌তে পারেন না, মহাদেব প্রলয় করেন সৃষ্টিস্থিতি কর্‌তে পারেন না। এ বেটার অহঙ্কার দেখ, ইনি তিন কর্‌বেন, তারি নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা হচ্যে,তা তপস্যার অসাধ্য কি আছে? সিদ্ধি হলে সকলি সম্ভবে। কিন্তু তাতো কর্‌তে দেওয়া হবে না,এ যদি হবে, তবে আমি কি কর্‌তে আছি,তারি নিমিত্ত আমি মায়া বরাহ মূর্ত্তিধারণ করে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে এ পর্য্যন্ত এনেছি, এখানে যখন এসেছেন, এই বিশ্বামিত্রের তপোবন অতি নিকট, অবশ্যই ঐ আশ্রমে প্রবিষ্ট হবেন। ওখানে যে প্রকার মায়া প্রপঞ্চ বিস্তার করে রেখে এসেছি, ইনিও যে প্রকার দয়ালু ধর্ম্মিষ্ঠ রাজা,গেলেই কর্ম্ম সম্পন্ন হবে। তবে আর কি, এখন আমি অন্তর্হৃত হই।

[অন্তর্দ্ধান।

[রাজার প্রবেশ]

রাজা। (শ্রমবারি মোচন পূর্ব্বক) ওঃ বরাহটা কোথা গেল, সামান্য বরাহ নয়, জগৎ-পতি মহা বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করে বসুমতীকে প্রলয় পয়োধি জল হতে উত্তোলন করেছেন বোধ হয় সেই মহাবরাহেরই এই অনুরূপ, এমন বলবান্ শ্বাপদ তো আমি কখন দেখিনি, কিছুতেই আমার বাণের লক্ষ্য হলো না? কোথায় অন্তর্হ্নত হলো। (চিন্তা করিয়া) এটা কি যথার্থ বরাহ—কি মায়া? অথবা আমার মতিভ্রম—(দূরে রোদন ধ্বনি ও কর্ণপাত করিয়া) কে রোদন করে? (মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া) স্বর-সংযোগে বোধ হয় স্ত্রীলোক; এখানে স্ত্রীলোক রোদন কচ্চে, বৃত্তান্ত কি? বরাহ বধ এখন থাক, শব্দের অনুসারে ঐ আশ্রমের ভিতর যাই দেখি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

মহাতপা বিশ্বামিত্র বীরাসনে তপস্যাতে উপবিষ্ট]
(নিকটে তিনটী সুন্দরী স্ত্রী বধ্যভাবে শৃঙ্খলা-
বদ্ধ রোরুদ্যমান)

প্রথমা। (সরোদনে) হায় এ কি হলো! এ কোথা এনেছে, কেন বদ্ধ করে রেখেছে? আমরা বুঝি বিপাকে পড়ে প্রাণ হারালেম!

দ্বিতীয়া। হা পিতামাতা তোমরা কোথায়? রহিলে? হা নাথ! হা প্রাণ বল্লভ! তুমি কোথায় তোমার পতিব্রতা পত্নীকে পাসণ্ডে বধ করে, হা আমাদের অদৃষ্টে এই ছিল!

তৃতীয়া। হা ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ, হা পরম দয়ালু, হা মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, তুমি কোথায়? এই দুরাত্মা অনাথা অসহায়া অশরণা নিরপ-

রাধিনী রমণীদিগকে নরবলি প্রদান কর্‌বে কিম্বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে বধ কর্‌বে তাই এনেছে, দয়ারসাগর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! কোথায় রহিলে?

(তিনজনে সমবেত ভাবে করুণস্বরে
সঙ্গীত সংখ্যা ৬)

[রাজার প্রবেশ]

রাজা। (সত্বর আগমন করত) ভয় নাই ভয় নাই, আমি এসেছি—(সক্রোধে) কে রে নৃশংস কার্য্য আচরণ কচ্চ্যে, (দেখিয়া স্বগত) এই যে, বোধ হয় এ বেটা কাল্পনিক ভণ্ড তপস্বী, মন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্তে স্ত্রীগুলিকে বধ কর্‌বে তাই এনেছে। (প্রকাশ্যে) অরে দুরাত্মা পাষণ্ডাধম, মায়াপ্রপঞ্চ বিস্তার করে তপস্যা কচ্যিস্? স্ত্রী হত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছিস্? জানিস্ না আদিত্য বংশীয় ভূপাল শাস্তা আছেন, ভয়ার্ত্তের অভয়প্রদানে দীক্ষিত আছেন, কাল্পনিক ধর্ম্ম ধ্বংসে প্রস্তুত আছেন? তোকে এই প্রতিফল দি, এ নিরপরাধিনীদিগের পরিবর্ত্তে তোকেই আজ

অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্‌বো। বেটা পাষণ্ড, বল্কল পরিধান করেছিস্, রুদ্রাক্ষ মালা গলায় দিছিস্, মস্তকে জটা রেখেছিস্, এই সকল তপস্বির বেশ ধারণ করে এই নারী বধে উদ্যত হয়েছিস্, বটে? এই তোকে সংহার করি। [সিংহ নাদ ও অস্ত্র আস্ফালন]

বিশ্বামিত্রের যোগ ভঙ্গ।

বিশ্ব। (সক্রোধে) কে রে আমার তপো ভঙ্গ কর্‌লে?

বিদ্যাত্রয়। (পরমাহ্লাদে) বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয় হোক।

[অন্তর্দ্ধান।

বিশ্বা। (দেখিয়া) কে তুই রাজা হরিশ্চন্দ্র? তুই আমার যোগভঙ্গ কর্‌লি, অরে দুরাত্মা ক্ষত্রিয়াধম সূর্য্যকুলকুসন্তান, তুই হরিশ্চন্দ্রই হ, হরি হ, হরই হ, আর ব্রহ্মাই হ, তোর আজ নিস্তার নাই, আমার ক্রোধানলের শুষ্ক কাষ্ঠ হয়েছিস্। আমি বিশ্বামিত্র, এখানে নির্জনে বসে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী বিদ্যা সিদ্ধি

কচ্যি, তোর কি করেছি আমি, তুই নিরপরাধে আমার বিঘ্ন উৎপাদন কর্‌লি? তপস্যা ভঙ্গ-কারির যে পথ কন্দর্পান্তক দেবাদিদেব প্রদর্শন করে গেছেন, তোকে সেই পথেই আজ পাঠাবো। [গাত্রোত্থান ও বদ্ধপরিকর]

রাজা। (সবিষাদে) আমি এ কি কর্‌লেম? মায়া কুহক কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, ইনি মহাতপা ভগবান্‌ বিশ্বামিত্র, তপঃ সাধন কচ্যেন, আমি এসে বিঘ্ন দিলেম!

বিশ্বা। (সক্রোধে) ওরে দুরাত্মা! আমার আরব্ধ কার্য্যের ব্যাঘাত কর্‌লি, তোকে প্রতি-ফল প্রদানে আমার এই বাম হস্ত ধনুক স্মরণ কচ্যে, দক্ষিণ হস্ত শাপ প্রদানে উদ্যত হয়েছে! শাপাদপি শরাদপি, তোকে আজ্‌ সংহার কর্‌বো, অথবা তোকে বিনাশ কর্‌লেও আমার ক্রোধা-নল নির্ব্বাণ হবে না, আজ্‌ সূর্য্যকুল ভস্মাব-শেষিত কর্‌বো। (শাপ জল গ্রহণ)

রাজা। (কাতর ভাবে) প্রভো প্রণাম করি! [প্রণিপাত]

বিশ্বা। অরে বেটা প্রণাম কিরে ?

রাজা। (সানুনয়ে) প্রভো, আমি সবিশেষ না জেনে এই কুকর্ম্ম করেছি, ক্ষমা করুন্।

বিশ্বা। কি বেটা আমাকে জানিস্‌নে ? যে তপোবলে ব্রাহ্মণ হয়েছে, যে অহংকারাবিষ্ট বশিষ্ঠ কুলের ধূমকেতু, যে চাণ্ডাল ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গসোপানে আরোহণ করিয়েছে, সেই বিশ্বামিত্র আমি, তুই আমাকে চিনিস্‌ নে ?

রাজা। প্রভো আপনি ওকথা বলেন কেন ? আপনি তেজোনিধি ও তপোনিধি, আপনাকে না জানে ত্রিলোকে এমন কে আছে ? আমি তা বল্‌চিনে, আপনি বিদ্যাত্রয় সিদ্ধি কচ্যেন, এটা আমি বুঝ্‌তে পারি নাই।

বিশ্বা। ভাল আমি যা করি, তুই বেটা এখানে এলি কেন ?

রাজা। আমি স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুন্‌লেম, সুতরাং নিজ ধর্ম্মানুসারে অভয় প্রদান কর্‌তে এখানে এসেছিলেম্।

বিশ্বা। এঁঃ, বেটার আবার নিজ ধর্ম্ম! তোর ধর্ম্ম আবার কি বল শুনি?

রাজা। আমি ক্ষত্রিয়, আমার ধর্ম্ম দান, রক্ষা, ও যুদ্ধ।

বিশ্বা। হাঁ দান করে থাকিস্ তুই? কাকে দান করিস্?

রাজা। (সানুনয়ে) গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করি।

বিশ্বা। বটে, তা আমি তো গুণবান্ ব্রাহ্মণ, তা দে দেখি আমাকে কি দিবি, তোর দান শক্তিটে কতদূর দেখি?

রাজা। প্রভো, আপনি যেরূপ পাত্র, আপনাকে ত্রিভুবন দান কর্‌লেও পর্য্যাপ্ত হয় না, তা আপনি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন্, এই সমস্ত ধনপূর্ণা সসাগরা বসুন্ধরা আপনাকে প্রদান কর্‌লাম।

বিশ্বা। (সবিস্ময়ে স্বগত) উঃ এর তো ক্ষমতা কম নয়। এতেও একে হারাতে পার্‌লেম না, আমি পৃথিবী নিয়ে কি কর্‌বো? বেটা আমার তপোভঙ্গ করেছে, বেটাকে সত্যধর্ম্মচ্যুত

কর্‌তে হবে, তা না কর্‌লে আমার ক্রোধ শাম্য হবে না। আচ্ছা সেই ভাল। (প্রকাশ্যে) স্বস্তি আমি এ দান গ্রহণ কর্‌লেম। এক্ষণে দক্ষিণা দে,যেমন দান সেইরূপ দক্ষিণা, এ দানের যোগ্য দক্ষিণা লক্ষ মুদ্রা দিতে হবে।

রাজা। (লজ্জিত ভাবে স্বগত) একি হলো? সকল দান কর্‌লেম তবে আবার দক্ষিণা কি দিব? (চিন্তা করিয়া) মহিষীর তো আভরণাদিও আছে তাই বিক্রয় করে দিব। (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞে চলুন্ রাজধানীতে গিয়ে দিই।

বিশ্বা। ভাল সেখানে আমি যেতে প্রস্তুত আছি, তুমি কোথা থেকে দিবে? সর্ব্ব ধনপূর্ণা পৃথিবী প্রদান করেছ এখন আর কি আছে?

রাজা। মহর্ষি তার নিমিত্ত ভাবনা কি? মহিষীর স্ত্রীধন তো আছে?

বিশ্বা। তাতে কি তোমার স্বত্ব ছিল না, তা শুদ্ধ দান করা হয়ে গেছে। তবে মহিষীর গাত্রে এখন কোন আভরণ পরা থাকে, তা দিলেও দিতে পার।

রাজা। (স্বগত) মহিষীর গাত্রে তো এখন কোন বিশেষ আভরণ নাই, অভিমানে খুলে ফেলেছিলেন, আমি গিয়ে পরিয়ে দিব বলে এসেছি, তবেই তো বিভ্রাট! (চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে) আপনি এক মাস প্রতীক্ষা করুন্, আমি উপার্জ্জন করে আপনাকে লক্ষ মুদ্রা দক্ষিণা দিব, স্বীকার কর্‌লেম।

বিশ্বা। আচ্ছা ভাল, কিন্তু আমার এ পৃথিবীতে থেকে উপার্জ্জন কর্‌তে পার্‌বে না।

রাজা। (সশঙ্ক) তবেই তো কি করবো এখন? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা সেই ভাল। (প্রকাশ্যে) মহাশয় কাশীপুরী পৃথিবী নয়, অন্তরীক্ষ নগরী শুনেছি, অতএব যদি আ মতি হয়, আমি সেখানে গে উপার্জ্জন করে দিতে পারি।

বিশ্বা। তার হানি কি যাও, কিন্তু মাস মধ্যেই দিতে হবে, নতুবা শাপ প্রদান কর্‌বো।

রাজা। যে আজ্ঞে তাই দিব। মহর্ষি তবে এই আমার রাজ পরিচ্ছদ বসন ভূষণ

অস্ত্র শস্ত্র শ্রীচরণে সমর্পণ কর্‌লেম। (সমুদয় সমর্পণ) আঃ পাত্র বিশেষে প্রদান করে আমার ধনের সাফল্য হলো। (স্বগত) আহা মহর্ষির কি অনুগ্রহ, সকলি গ্রহণ কর্‌লেন এই যে। এঁর ক্রোধ আমি অগ্রে বজ্রের ন্যায় কঠোর বোধ করেছিলেম, এক্ষণে কুসুমের ন্যায় কোমল জ্ঞান হচ্চে। হে পৃথিবি, সূর্য্যবংশীয় নৃপগণ তোমাকে এত কাল প্রতিপালন করে আস্‌তেছিলেন, আমি সৎপাত্র লাভে তোমাকে পরিত্যাগ কর্‌লেম, আমার অপরাধ গ্রহণ করো না! (প্রকাশে) মহর্ষি অযোধ্যাতে চলুন, আপনাকে সমস্ত প্রদান করে আমি পরে কাশী যাত্রা কর্‌বো।

বিশ্বা। (স্বগত) ওঃ দুরাত্মার কি স্থৈর্য্য! কতদুর সত্যনিষ্ঠা, ভাল দেখা যাবে, যে পর্য্যন্ত ওকে সত্যধর্ম্মচ্যুত না কর্‌বো সে পর্য্যন্ত আমার ক্রোধও শান্তি হবে না। (প্রকাশে) আচ্ছা তবে চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটপ্রক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

[পাপ পুরুষের প্রবেশ]

পাপ। আঃ গিছিলেম আর কি, এতদিন যে কষ্ট পেয়েছিলেম তা আর বলা যায় না, পৃথিবী মধ্যে একটু স্থান কোথায়ও পাই নাই, বেটা হরিশ্চন্দ্র এমনি করে প্রজা পালন করেছিল পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রজা মধ্যে কেউ আমাকে স্থান দেয় নাই, এতদিন আমার যে ক্লেশ, আমার যে যাতনা, তা আমিই জানি। যে রাজা হয় তার দয়া থাকে ধর্ম্ম থাকে সকলের প্রতি তার সমান ভাব হয়, এ বেটা পক্ষপাতী পুণ্যই যেন এর আত্মীয় আর আমরা কেউ নই। আমরা কি কর্‌লেম, যদি শরীরে স্থান না দিবি নাই দে, প্রজাদের কাকেও আশ্রয় কর্‌বো তারও যো নাই,

এমনি করে কি রাজ্য শাসন কর্‌তে হয়? কেউ একটু পাপ কর্‌বে না একি কথা? তা যেমন এত দিন দুঃখ দেছে, রাজ্যে আশ্রয় দেয় নাই, তেমনি হয়েছে বেটা রাজ্যচ্যুত হয়েছে, সে রাজ্য আবার যে লোকের হাতে পড়েছে আর আমা-দের ভাবনা কি, এখন স্বচ্ছন্দে পরম সুখে যেথায় ইচ্ছা কালযাপন কর্‌তে পার্‌বো, এখন আমি বা কে রাজা বা কে। কিন্তু ঐ বেটা এত দিন ক্লেশ দিছিল একবার ওকে দেখ্‌তে হবে, এমন সময় আর পাব না। ক দিন বেটারই সঙ্গ নিয়েছিলেম, ভেবে ছিলেম বেটার এবার আর নিস্তার নাই, বিশ্বামিত্রকে রাগিয়েছে সে ওকে সত্য ধর্ম্ম ভ্রষ্ট কর্‌বেই, তা হলে আমি অমনি ঐ বেটার ঘাড়ে চাপ্‌বো, কিন্তু তা হলো কৈ? আর তো সঙ্গে যাওয়াও হলো না, বেটা আবার ঐ দুষ্ট নগরীতে প্রবেশ কর্‌লে, ও পাপ নগরীর নাম করাও দুষ্কর, ওতে প্রবেশ কর্‌বে কে? ওতো আমার সাধ্য নয়—উঃ চাওয়া যায় না যেন জ্বল্‌চে, আমি তবে এখানেই থাকি। ও

দক্ষিণের অত টাকা সংগ্রহ কর্‌তে কখন পার্‌বেই না, সুতরাং ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়ে ফিরে আস্‌তে হবেই, সেই সময় ওর শরীরেই প্র[illegible]ষ্ট হবো। সেই ভাল এখানে দাঁড়িয়া থাকি। (কিঞ্চিৎ বিলম্বে দেখিয়া) ওঃ, ও আবার এখা[illegible], কে আগে, আমার শরীর যে পুড়ে যায়, ওর দি[illegible]ক চাওয়া যায় না, আমার এখানে থাকা হলো না, আমি পালাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসীর প্রকাশ্য পথ।

[নন্দীর প্রবেশ]

নন্দী। (স্বগত) হুঁঃ। যে দেবাদিদেবের ভ্রূভঙ্গে কুবেরের অতুল ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ও যমের যমত্ব,তাঁরি অসাধারণ অনুগ্রহ আমার প্রতি আছে, আমি তাঁর ভৃত্য, তাঁর চরণচিহ্ন পর্য্যন্তও শরীরে বিদ্যমান, ভুবনজননী ভবানী ও আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দুরবস্থা শান্তি তথাপি নাই, আমার উদর পূর্ত্তি করে আহার কর্‌বো এমন সঙ্গতি হয়ে উঠে না। তস্তুসার হয়েছি। অথবা ওঁদের কৃপাতেই কি হবে? ললাট লেখা কেউ অন্যথা কর্‌তে পারে না। আমিই কেবল কেন? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছেন, তিনি তো এত বড় লোক, কোন পাপ শরীরে নাই তথাপি দুরদৃষ্টের

ফল এম্‌নি তাঁরও বিষম দুর্গতি উপস্থিত। রাজা হরিশ্চন্দ্র বড় লোক, তার সন্দেহ কি। দেবাদিদেব দেবী ভবানীর নিকটে আজ যখন ঐ হরিশ্চন্দ্রের চরিত বর্ণন করেন, তখন আমি ঠাউরে দেখেছি তাঁর মস্তক কম্পিত ও শরীর লোমাঞ্চিত হয়েছিল! তিনি ঐ রাজার এত সুখ্যাতি কর্‌লেন শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি। আজ সেই হরিশ্চন্দ্র কাশীতে উপস্থিত হবেন। তাই আমাকে প্রভু শশব্যস্ত হয়ে পাঠিয়েছেন, দেখি দেখি আস্‌চেন কি। (পথ নিরীক্ষণ) এই যে আস্‌চেন। তবে আমি যাই, সত্বর সম্বাদ দিই গে।

[প্রস্থান।

[রাজার প্রবেশ]

রাজা। (স্বগত) ব্রাহ্মণকে পৃথিবী দান করে অন্তঃকরণ যতদূর প্রসন্ন হতে হয় হয়েছে বটে, কিন্তু দক্ষিণার কথা স্মরণ হওয়াতে আবার বিজাতীয় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌চে, দক্ষিণার টাকা কোথা হতে উপার্জ্জন কর্‌বো, তাঁর পৃথিবীতে

উপার্জ্জন কর্‌তে দেবেন্ না। এই নিমিত্ত আমি বারাণসীতে এলেম। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন কি করি, স্ত্রী পুত্র আর এই শরীর এই কেবল অবশিষ্ট আছে, আর কিছুই নাই, কি করে উপার্জ্জন করি, সময়ও নাই আজ শেষ দিন। সত্য ধর্ম্ম কখন পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না, মুনিও অতি কোপনস্বভাব, না দিতে পার্‌লে অমনি ব্রহ্মশাপ দিবেন, ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ দিতে না পার্‌লে ঋণবদ্ধ এ দেহ পরিত্যাগ কর্‌তেও আমার ক্ষমতা নাই, কি করি উপায় কি, চিন্তাতে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখ্‌চি। (দেখিয়া আহ্লাদে) এই যে বারাণসীতে এসেছি। ভগবতি বারাণসি মা গো প্রণাম করি। (প্রণি- পাত) আঃ কি পরম পবিত্র পুণ্য তীর্থ, দর্শনে পাপমুক্ত হলেম, এমন মুক্তি ক্ষেত্র আর নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যে তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত ক্রমে ইন্দ্রিয় সংযম ও কাম ক্রোধাদি প্রশ- মন পূর্ব্বক চান্দ্রায়ণ, পরাক, সান্তপনাদি বিবিধ কঠোর ব্রত করেন, বায্যশন, পর্ণাশন, অনশন

প্রভৃতি নিয়ম সকল সেবা করেন এবং পঞ্চ-
তপা জলস্তম্ভ পাদবৃত্তি পর্য্যন্ত স্বীকার করে
শরীর ধাতু পরিশুষ্ক করেন, এ সকল করেও
কৃতকার্য্য হতে পারেন না, এই বিমুক্তিধাম বারা-
ণসী ক্ষেত্রে মরণ মাত্রই জীব সেই তত্ত্বজ্ঞান
ফলে অধিকারী, যেখানে যত পাপ করুক না কেন
মরণকালে পরম গুরু গিরীশ স্বয়ং আগমন করে
দক্ষিণ কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করেন তাতেই
তৎক্ষণাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় ও নিষ্প্রতিবন্ধকে
নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। অন্যে পরে কা কথা, পশু-
পতি ক্রোধে ব্রহ্ম শিরশ্ছেদ করত ব্রহ্মহত্যা
পাপে লিপ্ত হয়ে ব্যাকুল হয়েছিলেন, এই কাশীতে
আগমন মাত্রে তাঁর সেই ব্রহ্মহত্যা খণ্ডিত হয়।
সেই হেতু ভবানীকে লয়ে এই পুণ্যক্ষেত্রে কাশী-
ধামে অদ্যাপি বাস করে আছেন। আমি এমন
স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু কর্ম্মান্তিকের
ফল দেখ, এখানে এসেও আমার চিত্ত প্রসন্ন নয়।
কি করি, ফলে লোকে এস্থানে এসে ভববন্ধন মুক্ত
হয় আমার এমনি দুরদৃষ্ট আমি এখানে অর্থো-

পার্জ্জন কর্তে এলেম! কি মহা পাপের ফল!
সে যা হৌক, কি করে এখন অর্থোপার্জ্জন কর্বো?
কুবেরকে জয় করে ধন আনয়ন কর্বো? না সে
তো উচিত নয়, যার রাজশ্রী নাই তার আবার
জয় কি। দশ জনের নিকটে যাচ্ঞা করে অর্থ
সংগ্রহ কর্বো? তাওতো ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নয়, সে,
ব্রাহ্মণের বৃত্তি, বাণিজ্যে অর্থ উপার্জ্জন হয় বটে
কিন্তু তার মূল ধন কৈ? কিসের দ্বারা বাণিজ্য
কর্বো, আর সে সকলই কালসাপেক্ষ, এখুনি আজ
কোথা পাবো। কি করি তবে (চিন্তা করিয়া)
ভাল সেই ভাল, আত্ম বিক্রয় করি, করে ব্রাহ্মণের
ঋণ পরিশোধে সত্য রক্ষা করি, সত্য রক্ষিত
হলে সব রক্ষিত হবে। তা যতক্ষণ রোহি-
তাশ্বকে লয়ে দেবী এসে উপস্থিত না হন এরি
মধ্যে কর্ম্ম সম্পন্ন করতে হবে, এসে উপস্থিত
হলে আবার প্রতিবন্ধকের সম্ভাবনা। (ঊর্দ্ধ
দিকে চাহিয়া) এই যে বেলা দ্বিপ্রহর, ওঃ
সূর্য্যের কি প্রতাপ, যেন কোপন বিশ্বামিত্র।
পথ এমনি তপ্ত যেন আমার মানসছায়া অতি

কৃশা হয়ে বৃক্ষের ম আশ্রয় যেন পথশ্রান্ত আমার । শৈব্যা ভাগ্য হরিশ্চন্দ্র এখন কি করে দুরাং চন্দ্র তুই অদ্যাপি ব্রাহ্মণের দাক্ষণা সংগ্র তে পারলিনে? তিনি আগতপ্রায়, কি কর্বি এর পর, এই সময় আত্ম বিক্রয়ের উপায় দেখ।

[বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বা। (সক্রোধে স্বগত) বিদ্যাত্রয় আমার করতলগত হয়েছিল গো করতলগত হয়েছিল, দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র তার প্রতিবন্ধকতাচরণ করেছে, তবু বেটার এমনি সৌজন্য যে সে বৈরনির্যাতন অদ্যাপি কর্তে পাচ্যিনে,কিন্তু আর সহ্য তো হয় না, অগ্নি যেমন বাহ্যে জল সিক্ত হয়ে তুষরাশির অন্তর্দাহ করে,ক্রোধও সেইরূপ আমার অন্তর্দাহ কচ্যে। অরে দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র যেমন তোকে রাজ্যচ্যুত করেছি, তেমনি সত্যচ্যুতও কর্বো, তবে আমার ক্রোধানল নির্ব্বাণ হবে। (দেখিয়া) এই যে সে দুরাত্মা অথবা মহাত্মাই, যাহোক আমার অপকার করেছে দয়া করা হবে না.

নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) আঃ, কৈ রে আমার টাকা দিলিনে?

রাজা। (শশব্যস্ত) এই যে আপনি এসেছেন, প্রভো প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

বিশ্বা। অরে রাখ রাখ তোর শুষ্ক বিনয়, কুড়ুলে প্রণাম এখন রেখে দে।

রাজা। আজ্ঞে বিনয় নয়, বলি এ পর্য্যন্ত আপনি এসেছেন তাই বল্‌চি।

বিশ্বা। আস্‌তে হয়ইতো, পাওনা থাক্‌লে কে ছাড়ে? এখন ও শিষ্টাচারী থাক, আগে টাকা দে কথা ক। নৈলে বল শাপ প্রদান করি। (জল গ্রহণ)

রাজা। (সভয়ে) প্রভো ক্ষমা করুন! সূর্য্যাস্তের মধ্যে যদি না দিতে পারি, তখন আপনি শাপই দিন আর বধই করুন, যা মনে করবেন তাই কর্‌বেন। আমি এই বাজারে গিয়ে আত্ম বিক্রয় করি, করেও আপনার ঋণ শোধ কর্‌বো।

বিশ্বা। (জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আচ্ছা!

কৃশা হয়ে বৃক্ষের মূল মাত্র আশ্রয় করেছে, যেন পথশ্রান্ত আমার মহিষী শৈব্যা। হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র এখন কি করে? অরে দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র তুই অদ্যাপি ব্রাহ্মণের দক্ষিণা সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লিনে? তিনি আগতপ্রায়, কি কর্‌বি এর পর, এই সময় আত্ম বিক্রয়ের উপায় দেখ।

[বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বা। (সক্রোধে স্বগত) বিদ্যাত্রয় আমার করতলগত হয়েছিল গো করতলগত হয়েছিল, দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র তার প্রতিবন্ধকতাচরণ করেছে, তবু বেটার এমনি সৌজন্য যে সে বৈরনির্যাতন অদ্যাপি কর্‌তে পাচ্যিনে, কিন্তু আর সহ্য তো হয় না, অগ্নি যেমন বাহ্যে জল সিক্ত হয়ে তুষরাশির অন্তর্দাহ করে, ক্রোধও সেইরূপ আমার অন্তর্দাহ কচ্যে। অরে দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র যেমন তোকে রাজ্যচ্যুত করেছি, তেমনি সত্যচ্যুতও কর্‌বো, তবে আমার ক্রোধানল নির্ব্বাণ হবে। (দেখিয়া) এই যে সে দুরাত্মা অথবা মহাত্মাই, যাহোক আমার অপকার করেছে দয়া করা হবে না,

নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) আঃ, কৈ রে আমার টাকা দিলিনে ?

রাজা। (শশব্যস্ত) এই যে আপনি এসেছেন, প্রভো প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

বিশ্বা। অরে রাখ রাখ তোর শুষ্ক বিনয়, কুড়ুলে প্রণাম এখন রেখে দে।

রাজা। আজ্ঞে বিনয় নয়, বলি এ পর্য্যন্ত আপনি এসেছেন তাই বল্‌চি।

বিশ্বা। আস্‌তে হয়ইতো, পাওনা থাক্‌লে কে ছাড়ে ? এখন ও শিষ্টাচারী থাক, আগে টাকা দে কথা ক। নৈলে বল শাপ প্রদান করি। (জল গ্রহণ)

রাজা। (সভয়ে) প্রভো ক্ষমা করুন! সূর্য্যাস্তের মধ্যে যদি না দিতে পারি, তখন আপনি শাপই দিন আর বধই করুন, যা মনে কর্‌বেন তাই কর্‌বেন। আমি এই বাজারে গিয়ে আত্ম বিক্রয় করি, করেও আপনার ঋণ শোধ কর্‌বো।

বিশ্বা। (জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আচ্ছা

তাই দে, যাতে করে পারিস টাকা না দিলে তোর নিষ্কৃতি নাই। তা যা করিস কর, আমি ততক্ষণ স্নান করে আসি। [প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) ওঃ ঋণ কি ভয়ানক দায়! সেই ব্যক্তি সুখী যে কোপোপরক্ত ধনির বদন কখন নিরীক্ষণ করে নাই! (কিঞ্চিৎ গিয়া) এই যে বাজার, এখানে আত্ম বিক্রয়ের চেষ্টা পাই (মস্তকে তৃণ ধারণ করিয়া) অগো মহাত্মা কে আছ, আমি কোন এক বিষয়ে গত্যন্তর না দেখে আত্ম বিক্রয় কর্‌তে উদ্যত হয়েছি, কেহ আমাকে ক্রয় কর্‌বে? (আকাশে কর্ণ দিয়া) আঁ কি বলো, আমি কেন এই দুষ্কর কর্ম্ম কচ্যি— তা সে পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক কি, তোমরা ক্রয় কর্‌বে কি না বলো—আঁ কি বল্লে আমি কি কর্ম্ম কর্‌তে পারি—আমি সব কর্‌তে পারি, আমাকে স্বামী যা আদেশ কর্‌বেন তাই কর্‌বো —আঁ কত মূল্য আমার জিজ্ঞাসা কচ্যো?— আমার মূল্য লক্ষমুদ্রা। কি বল্‌চো অধিক হয়েছে, আরো কমিয়ে বল্‌বো? দেখ আমরা ক্ষত্রিয়,

আমরা দর বল্‌তে জানিনে, যদি ইচ্ছা হয় নেও। (স্বগত) কৈ উনি নেবেন না বোধ হচো, তবে অন্য দিকে যাই। (কিঞ্চিৎ গিয়া প্রকাশে) ওগো মহাশয়েরা কেহ অনুগ্রহ করে আমাকে ক্রয় কর।

[পুত্রসহ রাজমহিষীর প্রবেশ]

মহিষী। ওকি নাথ? আমি থাক্‌তে আত্ম-বিক্রয় কেন? আমাকে বিক্রয় করে আপনি অর্থ সংগ্রহ করুন্। স্বামিকার্য্যে আমার জীবন যাউক্। আমাকে বিক্রয় করুন্।

বালক। (অগ্রে গিয়া) পিতঃ আমাকে বিক্রয় করুন্, পিতৃ কার্য্যে আমার জীবন সার্থক হোক্।

মহিষী। (কৃতাঞ্জলি) মহাশয়েরা আমাকে ক্রয় করুন্।

বালক। (কৃতাঞ্জলি) আমাকে ক্রয় করুন্।

রাজা। (সবিষাদ দীর্ঘনিশ্বাসে স্বগত) এ কথাও দুর্ভাগা হরিশ্চন্দ্রের কর্ণে প্রবিষ্ট হলো! হাঃ কি বল্‌বো, আমি রাজ্য সম্পত্তি তৃণতুল্য পরিত্যাগ করেছি—তাতে আমার ক্ষোভ

নাই, কিন্তু স্ত্রীপুত্র বিক্রয়, কেউ কখন করে নাই, শোনেও নাই, সেই কথা আমাকে শুন্‌তে হচ্যে!! এতেও আমার এ হৃদয় বিদীর্ণ হলো না? বোধ হয় দুরাত্মা নিষ্ঠুর হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত।

মহিষী। কৈ গো মহাশয়েরা আমাকে ক্রয় করুন্।

বালক। কৈ গো আমাকে ক্রয় করুন্।

মহিষী। (আকাশে কর্ণ দিয়া) আঁ কি বল্‌লেন, আমি কি কর্ম্ম কর্‌বো?—আমি পর-পুরুষ সেবা, পরোচ্ছিষ্ট ভোজন এ কর্‌তে পার্‌বো না, তা ছাড়া যা বল্‌বেন সব কর্‌বো।— আঁ এমন নিয়ম করে আপনি নিতে চান্ না। নাই নিলেন, অন্য কোন দয়ালু মহাত্মা আমাকে নেবেন্।

[উপাধ্যায় ও বটুর প্রবেশ]

উপা। হাঁ কৌণ্ডিল্য, সত্য কি বাজারে দাসী বিক্রী হচ্যে?

বটু। আমি কি মিথ্যা কথা বল্‌চি, ঐ দেখুন্ না, বেশ দাসীটী।

উপা। (অগ্রে আসিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য) এই, এইটী বিক্রীত হবে,—বাছা তোমার কর্ম্মের কোন নিয়ম আছে ?

মহিষী। আজ্ঞে আমি পরপুরুষ সেবা কর্‌তে পার্‌বো না, আর পরের উচ্ছিষ্টও খাবো না, আমাকে আর অন্য যে কর্ম্ম বল্‌বেন সব কর্‌বো।

উপা। বেশ নিয়ম, দেখ কৌণ্ডিল্য, এ স্ত্রীলোকটী যথার্থ পতিব্রতা, কেমন লজ্জা দেখেছ ? পদবিক্ষেপ পর্য্যন্ত দৃষ্টি, বাক্যগুলি অতি কোমল ও পরিমিত, বোধ হয় এ কোন সৎকুল জাতা হবে, তার সন্দেহ নাই। এই দেখ বাছা, আমি তোমাকে ক্রয় কর্‌বো, আমার একটী দাসী চাই, ব্রাহ্মণী সাংসারিক সকল কর্ম্ম করে উঠ্‌তে পারেন্ না, তাই একটী লোক আমার প্রয়োজন।

মহিষী। আমি তা হলে কৃতার্থ হই।

বালক। আমাকে আপনি ক্রয় করুন্।

উপা। কি বল হে কৌণ্ডিল্য, পুষ্প বিল্বপত্র চয়ন টয়ন কর্‌বে, বালকটী দেখ্‌তে ও দিব্য, ওটীকেও নেওয়া যাউক্।

বালক। আমি কৃতার্থ হলেম্।

উপা। (স্বগত) এমন রূপ গুণ যাদের তারা আত্মবিক্রয় কচ্যে কি আশ্চর্য্য! (প্রকাশে) হাঁগো বাছা তোমার স্বামী আছে?

(মহির্ষীর মস্তক সংজ্ঞা দান)

রাজা। (সবিষাদে) কৈ আর আছে যে বেঁচে আছে তার স্ত্রী পুত্র বিক্রয় হয়!

উপা। আছে? কোথা আছে--এখানে আছে?

(রাজার প্রতি মহির্ষীর দৃষ্টিপাত)

উপা! (দেখিয়া আশ্চর্য্য) এই ইনি, কৌণ্ডিল্য এটীওতো বেশ ভদ্রলোক, এ যেন কি মহাপুরুষ বোধ হচ্যে। দেখেছ আজা লম্বিত বাহু, আকর্ণ দীর্ঘ নয়ন, সৌম্য মূর্ত্তি, আহা বিধাতার কি বিড়ম্বনা! এ লোকেরও এত দুর্গতি! হাঁ হে বাপু, তুমি স্ত্রী পুত্র বিক্রয় কচ্যো কেন?

রাজা। মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণের লক্ষ মুদ্রা ঋণে আবদ্ধ হোয়েই, এই স্ত্রী পুত্র ও আত্ম-বিক্রয় কচ্চি।

উপা। কেন, কিছু কিছু ভিক্ষা করে ঋণ পরিশোধ কর না কেন?

রাজা। মহাশয় আমরা ক্ষত্রিয়, যাচ্ঞা কর্‌তে জানি না, তা আপনার যদি দয়া থাকে আমাকে ক্রয় করুন্।

মহিষী। (অগ্রে গিয়া) আমাকে অগ্রে আপনি ক্রয় করেছেন তার অন্যথা কর্‌তে পার্‌বেন্ না। মূল্য আমাকে দিন্।

বালক। মূল্য আমাকে দিন্।

রাজা। মহাশয় আমাকে ক্রয় করুন।

উপা। ভাল, তোমাদের মূল্য তো লক্ষ মুদ্রা, এই অর্দ্ধেক মূল্যে আমি তোমার স্ত্রী পুত্র ক্রয় কর্‌লেম্। আর অর্দ্ধেকে তুমি অন্যত্র আত্ম বিক্রয় কর। এই নেও মূল্য। (মুদ্রা প্রদান)

মহিষী। যে আজ্ঞা দিন্ (মুদ্রা লইয়া) আঃ সৌভাগ্যক্রমে অর্দ্ধেক ঋণমুক্তির উপায়

বালক। কে আপনি গ করুন্।

উপা। হে কৌণ্ডি পুষ্প বিল্বপত্র চয়ন টয়ন ক বালকটী তেও দিব্যি, ওটীকেও নেওয়া ক।

বালক। আ ভার্থ হ।

উপা। (স্ব এমন গুণ যাদের তারা আত্মবিক্রয় কি আশ (প্রকাশে) হাঁগো বাছা তোম মী আছে

(মা মস্তক দান)

রাজা। (সবিষাদে) কৈ আর আছে যে বেঁচে আছে তার স্ত্রী পুত্র বিক্রয় হয়!

উপা। আছে? কোথা আছে—এখানে আছে?

(রাজার প্রতি মহিষীর দৃষ্টিপাত)

উপা। (দেখিয়া আশ্চর্য্য) এই ইনি, কৌণ্ডিল্য এটীওতো বেশ ভদ্রলোক, এমন কি মহাপুরুষ বোধ হচ্যে। দেখেছ আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণ দীর্ঘ নয়ন, সৌম্য মূর্ত্তি, আহা বিধাতার কি বিড়ম্বনা! এ লোকেরও এত দুর্গতি! হাঁ হে বাপু, তুমি স্ত্রী পুত্র বিক্রয় কচ্যো কেন?

রাজা। মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণের লক্ষ মুদ্রা
আবদ্ধ হোয়েই, এই স্ত্রী পুত্র ও আত্ম-
য় কচ্চি।

উপা। কেন, কিছু কিছু ভিক্ষা করে ঋণ
াধ কর না কেন?

া। মহাশয় আমরা ক্ষত্রিয়, যাচ্ঞা
ব ানি না, তা আপনার যদি দয়া থাকে
আ· ক্রয় করুন্।

মাহ্ব। (অগ্রে গিয়া) আমাকে অগ্রে
আপনি ক্রয় করেছেন তার অন্যথা কর্‌তে পার্‌-
বেন্ না। মূল্য আমাকে দিন্।

বালক। মূল্য আমাকে দিন্।

রাজা। মহাশয় আমাকে ক্রয় করুন।

উপা। ভাল, তোমাদের মূল্য তো লক্ষ
মুদ্রা, এই অর্দ্ধেক মূল্যে আমি তোমার স্ত্রী পুত্র
ক্রয় কর্‌লেম্। আর অর্দ্ধেকে তুমি অন্যত্র আত্ম
বিক্রয় কর। এই নেও মূল্য। (মুদ্রা প্রদান)

মহিষী। যে আজ্ঞা দিন্ (মুদ্রা লইয়া)
আঃ সৌভাগ্যক্রমে অর্দ্ধেক ঋণমুক্তির উপায়

হলো। (রাজার বস্ত্রে মুদ্রা বন্ধন করিয়া দিয়া) নাথ! অনুমতি দিন্ আমি ব্রাহ্মণের দাস্যবৃত্তি কর্‌তে যাই।

রাজা। প্রিয়ে আমি আর অনুমতি দিব কি—বিধাতাই অনুমতি দিচ্যেন। (দীর্ঘনিশ্বাসে স্বগত) হা বিধাতঃ! তুমি রাজমহিষীকে পরের পরিচারিকা দাসী কর্‌লে? তুমি এমন নিষ্ঠুর! এটী মস্তকের চূড়া মণিকে চরণে দলন করা হলো তোমার। (সজল নয়নে) আমি কুলাঙ্গার, অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লেম্ না। আমা হতে দারা পুত্র বিক্রয় পর্য্যন্তও হলো!

উপা। তা বাছা এখন আমার সঙ্গে এস।

মহিষী। (সানুনয়ে) প্রভু একটু বিলম্ব করুন্, আমি একবার এঁর নিকটে বিদায় হয়ে যাই। (রাজার প্রতি কটাক্ষপাত)

রাজা। প্রিয়ে একটা কথা বলে দিই, তুমি এই ব্রাহ্মণকে, এঁর ব্রাহ্মণীকে, শিষ্যটীকে যত্ন-পূর্ব্বক শুশ্রূষা করো, আপনার প্রাণ রক্ষা করো, আর সাবধানে এই বালকটীকে রক্ষা করো,

তবে বিধাতা যদি এতেও বিড়ম্বনা দেন, তার আর উপায় কি ! যাও প্রিয়ে যাও।

মহিষী। যে আজ্ঞা। (অধোবদন ও রাজার প্রতি সজল নয়নে দৃষ্টিপাত)

বটু। চলো না গো, বেলা হলো যে।

মহিষী। ঠাকুর একটু বিলম্ব করুন্।

রাজা। প্রিয়ে যাও, ব্রাহ্মণের ক্লেশ হচ্যে। আর বিলম্ব করো না।

(রাজাকে দেখিতে ২ গমন)

বটু। চলরে ছোঁড়া চল।

বালক। আমার পায়ে বড় ব্যথা হয়েছে চল্‌তে পারিনে।

বটু। (বিরক্তভাবে) আঃ চল্‌তে পার না, টাকা নিতে পারো ? (হিছুড়িয়া লইতে ইচ্ছা, বালকের পতন, ও তদুপরি পদাঘাত)

উপা। আঃ মেরো না মেরো না—বালক মার্‌লে কি হবে ? হাঁট্‌তে পারে না, আস্তে আস্তে নিয়ে চলো। (রাজার প্রতি বালকের সজল দৃষ্টিপাত)

রাজা। (ব্যাকুলভাবে) বৎস, সজল নয়নে কেন এই নৃশংস পাপাত্মার প্রতি দৃষ্টি প্রদান হচ্যো, এর কি শরীরে দয়া আছে, কি রক্ষা কর্‌বার ক্ষমতা আছে? থাক্‌লে স্ত্রী পুত্র কেহ কখন বিক্রয় করে? তা এ নরপিশাচ চণ্ডালের প্রতি আর চেয়ে দেখ কেন বাবা!

মহিষী। এস বাছা, আমি কোলে করে নিয়ে যাই, যেতে পাচ্য না ব্রাহ্মণ ঠাকুর ক্রোধ কচ্যেন্‌।

[বালক ক্রোড়ে লইয়া ব্রাহ্মণদ্বয়ের সহিত
[প্রস্থান।

[বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বা। কৈ এখনো টাকা দিলি নে?

রাজা। ঠাকুর এই অর্দ্ধেক নিন্‌।

বিশ্বা। (বিরক্তভাবে) অর্দ্ধেক কি, দিতে হয়তো সব দে।

নেপথ্যে। অরে তোর তপস্যাতে ধিক্‌, ব্রতে ধিক্‌, বিদ্যাভ্যাসে ধিক্‌, জ্ঞানোপার্জ্জনে

ধিক্। পরম ধর্ম্মিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতি তুই এত নিষ্ঠুর, তোকে শত শত ধিক্ থাক্!

বিশ্বা। (ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া সক্রোধে শাপ জল লইয়া) কে রে আমাকে ধিক্কার দেয়। বিশ্বেদেবা? ওরে দুরাত্মারা এক্ষণে তোরা স্বর্গ-চ্যুত হ। (জল ত্যাগ ও দেখিয়া) হাঁ খুব হয়েছে আমাকে নিন্দা করে। এই যে শাপ প্রদান মাত্রে বিমান থেকে পতিত হচ্যে। বেশ হয়েছে।

রাজা। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া সবিস্ময়ে) উঃ মহাত্মা বিশ্বামিত্রের তপস্যার কি প্রভাব! শাপে ৫ জন দেবতাও অধঃপতিত হলো! এই নিমিত্তই হরিশ্চন্দ্র এত ব্যাকুল হয়েছে। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) মহাশয় আমি তা বল্‌চিনে, আপাততঃ স্ত্রী পুত্র বিক্রয় করে অর্দ্ধেক টাকা সংগ্রহ করেছি, নিন্, তার পর যদি চণ্ডালেতেও আত্মবিক্রয় কর্‌তে হয়, তাও করে আমি অপরার্দ্ধ দিচ্যি।

বিশ্বা। না তা আমি নব না। যদি দিস্ সব দে।

রাজা। ওগো আমাকে য় কর্‌বে কর। ওগো মহাশ দয়া ক আমাকে ঋণপাশে মুক্ত করো, কে যা ব, আমি তাই কর্‌বো। কৈ ক কেউ ক্রয় কর্‌লে না? হা আমার অ ! মহর্ষি উপায় কি করি? কেউ যে আমাকে কিন্‌তে চায় না!

বিশ্বা। তা আমি কি কর্‌বো—আমার টাকা দে, নতুবা তোর নিস্তার নাই।

রাজা। তবে ঐ দিকে গে দেখি।

[প্রস্থান।

বিশ্বা। বেটা পালাবে নাকি? যাই সঙ্গে সঙ্গে যাই।

[প্রস্থান।

[ধন লইয়া কইদাসের প্রবেশ]

রুই। কৈ হেতাকে মানুষ বেস্তিচে শূন্যি, কোথাকে গেলা। হা মোর কোপাল, পেন্‌ না গা, ঝাঃ ঝাঃ! মোর কেউ নি, টাকা কড়ি আস্‌ আস্‌ আছে, ভাগনা নেই, বোনাই নেই, মেন্দের নেই, সারা নাত্তির মসানে মসানে মোরে বেড়্যাতি

হয়, নাত্ জেগে জেগে মারা গেনু,—এট্টা মেন্দের ঝদি কিস্তি পাই, তবে মোকে আর পায় কে? মুই মজা করে ছায়রায় বসে গুড়ুক তামুক খাই আর গপ্পি করি। (দেখিয়া) ঐ পূবির দিগ্‌দে না এষ্টেচে, মোকে এখানে এট্টু বষটি হলো, দেখি দেখি।

[বিশ্বামিত্র সহ রাজার পুনঃ প্রবেশ]

রাজা। না ওদিকে কিছু হলো না। কি করি বেলাও ক্রমে শেষ হচ্যে, আর কেবল বেলাই কেন, দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্রেরও শেষ এই।

বিশ্বা। অরে টাকা দিবি নে?

রাজা। মহর্ষি ক্ষমা করুন্।

বিশ্বা। ক্ষমা কিরে, ক্ষমা কি? দে দে টাকা দে। আমি ক্ষমা ফমা বুঝিনে।

রাজা। কৈ টাকা যে সংগ্রহ কর্‌তে পাচ্যি নে!

বিশ্বা। না পারিস্ তবু দে।

রাজা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ওগো দয়াশীল মহাশয়েরা কেহ আমাকে ক্রয় কর্‌বেন?

রাজা। ওগো কে আমাকে ক্রয় কর্‌বে কর। ওগো মহাশয়েরা দয়া করো, আমাকে ঋণপাশে মুক্ত করো, আমাকে যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌বো। কৈ আমাকে কেউ ক্রয় কর্‌লে না? হা আমার অদৃষ্ট! মহর্ষি উপায় কি করি? কেউ যে আমাকে কিনতে চায় না!

বিশ্বা। তা আমি কি কর্‌বো—আমার টাকা দে, নতুবা তোর নিস্তার নাই।

রাজা। তবে ঐ দিকে গে দেখি।

[প্রস্থান।

বিশ্বা। বেটা পালাবে নাকি? যাই সঙ্গে সঙ্গে যাই।

[প্রস্থান।

[ধন লইয়া রুইদাসের প্রবেশ]

রুই। কৈ হেতাকে মানুষ বেস্তিচে মনুষ্য, কোথাকে গেলা। হা মোর কোপাল, পেন্মু না গা, ঝাঃ ঝাঃ! মোর কেউ নি, টাকা কড়ি আস্‌ আস্‌ আছে, ভাগনা নেই, বোনাই নেই, মেন্দের নেই, সারা নাত্তির মসানে মসানে মোরে বেড়াতে

হয়, নাত্ জেগে জেগে মারা গেনু — এই মেন্দের ঝদি কিস্তি পাই, তবে মোকে আর পায় কে? মুই মজা করে ছায়রায় বসে গুড়ুক তামুক খাই আর গপ্‌পি করি। (দেখিয়া) ঐ পুবির দিগ্‌দে না এষ্টেচে, মোকে এখানে এট্টু বষটি হলো, দেখি দেখি।

[বিশ্বামিত্র সহ রাজার পুনঃ প্রবেশ]

রাজা। না ওদিকে কিছু হলো না। কি করি বেলাও ক্রমে শেষ হচ্যে, আর কেবল বেলাই কেন, দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্রেরও শেষ এই।

বিশ্বা। অরে টাকা দিবি নে?

রাজা। মহর্ষি ক্ষমা করুন্।

বিশ্বা। ক্ষমা কিরে, ক্ষমা কি? দে দে টাকা দে। আমি ক্ষমা ফমা বুঝিনে।

রাজা। কৈ টাকা যে সংগ্রহ কর্‌তে পাচ্যি নে!

বিশ্বা। না পারিস্ তবু দে।

রাজা। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ওগো দয়াশীল মহাশয়েরা কেহ আমাকে ক্রয় কর্‌বেন?

রুই। (উঠিয়া) মুই তোকে কিন্‌বো।

রাজা। তুমি কে?

রুই। মুই উইদাস, সকল মশানের কর্‌তা, মুই মুদ্দফরাশ জাতির কুলীন, মোকে কে না জানে, মুই বড্‌ড লোক, তোর দর কত রে?

রাজা। পঞ্চাশ সহস্র টাকা।

রুই। তুই ঝা চাস্‌ তাই দে মোকে মুই কিন্‌বো। আয় মোর সাতে আয়, মোর ঝো কাম, তাই তোকে কত্তি হবে।

রাজা। (সানুনয়ে) মহর্ষে বরং আপনি আমাকে ক্রয় করুন্, আমি আপনার দাস হবো, মুদ্দফরাশের দাস হওয়া বড় কষ্টকর।

বিশ্বা। অরে মূর্খ আমি তোকে নিয়ে কি কর্‌বো, তপস্বির আবার দাস কি? তা তুই টাকা দিবিনে বুঝিছি। আমি তবে শাপ দি।

রাজা। প্রভো ক্ষমা করুন্, শাপ দিবেন না, আপনি যা আজ্ঞে কর্‌বেন্ তাই কর্‌বো।

বিশ্বা। আমি যা বল্‌বো তাই কর্‌বি সত্য?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ করবো।

বিশ্বা। তবে আমি বল্‌চি এই মুদ্ধফরাশের নিকটেই তুই আত্মবিক্রয় করে আমাকে টাকা দে।

রাজা। (সবিষাদে স্বগত) হা বিধাতঃ তোমার মনে এই ছিল! এখন আর কি করি? (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞে। (রুইদাসের প্রতি) অগো তুমি আমাকে নেবে কি? আমার একটা নিয়ম আছে।

রুই। কি নিয়ম তোর।

রাজা। আমি তোমার অন্ন বস্ত্র গ্রহণ করবো না, কর্ম্ম যা বলবে তা করবো।

রুই। (আহ্লাদে) বেশ তো, খাত্তিপত্তি দিতি হবে না—এতো ভালই। তবে নে টাকা নে। (প্রদান)

রাজা। হাঁ নিই। (টাকা লইয়া) মহর্ষি এই গ্রহণ করুন্।

বিশ্বা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বগত) ওঃ

রুই। (য়া) তোকে কিন্‌বো।

রাজা। কে

রুই। মুই ইদাস চল মশানের কর্‌তা, মুই মুদ্ধফরাশ তির ন, মোকে কে না জানে, মুই বড় লোক, ার দর কত রে?

রাজা। াশ স টাকা।

রুই। তুই ঝা চাস্‌ তাই দে তোকে মুই কিন্‌বো। আয় মোর সাতে আয়, মোর ঝো কাম, তাই তোকে কত্তি হবে।

রাজা। (সানুনয়ে) মহর্ষে বরং আপনি আমাকে ক্রয় করুন্‌, আমি আপনার দাস হবো, মুদ্ধফরাশের দাস হওয়া বড় কষ্টকর।

বিশ্বা। অরে মূর্খ আমি তোকে নিয়ে কি কর্‌বো, তপস্বির আবার দাস কি? তা তুই টাকা দিবিনে বুঝিছি। আমি তবে শাপ দি।

রাজা। প্রভো ক্ষমা করুন্‌, শাপ দিবেন না, আপনি যা আজ্ঞে কর্‌বেন্‌ তাই কর্‌বো।

বিশ্বা। আমি যা বল্‌বো তাই কর্‌বি সত্য?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ করবো।

বিশ্বা। তবে আমি বলচি এই মুদ্ধফরা-ণর নিকটেই তুই আত্মবিক্রয় করে আমাকে কা দে।

রাজা। (সবিষাদে স্বগত) হা বিধাতঃ ামার মনে এই ছিল! এখন আর কি করি? (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞে। (রুইদাসের প্রতি) অগো তুমি আমাকে নেবে কি? আমার একটা নিয়ম আছে।

রুই। কি নিয়ম তোর।

রাজা। আমি তোমার অন্ন বস্ত্র গ্রহণ করবো না, কর্ম্ম যা বলবে তা করবো।

রুই। (আহ্লাদে) বেশ তো, খাত্তিপত্তি দিতি হবে না—এতো ভালই। তবে নে টাকা নে। (প্রদান)

রাজা। হাঁ নিই। (টাকা লইয়া) মহর্ষি এই গ্রহণ করুন্।

বিশ্বা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বগত) ওঃ

বেটা তাও কর্‌লে! (প্রকাশে) তা দিস্ তখন এখন এত তাড়াতাড়ি কি।

রাজা। না না, এই নিন্, দিতে বিলম্ব হয়েছে, কিছু মনে কর্‌বেন না।

বিশ্বা। (স্বগত) উঃ এত বড় লোক তো কোথায় দেখি নাই। একে তো কিছুই কর্‌তে পার্‌লেম না, তবে আর কি হবে। (টাকা গণিয়া ও বাজাইয়া লইয়া বিশ্বামিত্রের প্রস্থান)

রাজা। (স্বগত) যা হৌক আমি এখন কৃতার্থ হলেম, ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ হলো, শাপ দিলেন না, সত্য ধর্ম্মও রক্ষিত হলো, সুতরাং আমার নীচ জাতির দাস্যবৃত্তিও শ্লাঘা। (রুই-দাসের প্রতি কৃতাঞ্জলি) অগো কুলীন মহাশয়, আমি আপনার ভৃত্য, আমাকে কি কর্‌তে হবে আদেশ করুন?

রুই। আয় বেটা মোর সাতে আয়। ঐ দক্ষিণ মশানে চল,মোর ঝে ঝে কাম সব তোকে কত্তি হবে, মড়ার কাঁতা কাপোড় জড় কর্‌বি, ঝে মড়া পোড়াতি আস্‌বে তার কাছে পয়সা নিবি, নে

নে মোকে সব দিস, নাস্তিরে ঘুমুস্‌নে সর্ব্বদা দেখিস্‌ যেন কেই ফাকি দে যায় না, আয় মোর সাতে আয়।

রাজা। যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশানভূমি।

—~~—

[রুইদাস ও রাজার প্রবেশ]

রুই। (অগ্রে আসিয়া) আয়না বেটা চল্‌তি পারে না, (বিরক্ত ভাবে) উঃ বেটা ঝেন ষষ্ঠী বাঁটার জামাই আস্‌চে।

রাজা। (সানুনয়ে) আজ্ঞে যাচ্যি এই যে, (আগমন করত দীর্ঘ নিশ্বাসে স্বগত) উঃ কি যাতনা, ক্রমে যাতনার বৃদ্ধিই হচ্যে, মুদ্ধ ফরাশের দাস পর্য্যন্ত হলেম, ঘোর শ্মশানে থাক্‌তে হবে, মৃতকন্থা আহরণ করা ব্যবসায়, এতেও কি দগ্ধ বিধির মনস্তুষ্ট হয় নাই? হুঁঃ আমি যেমন ব্রাহ্মণের ঋণমুক্ত হলেম্, অমনি এই নীচদাস্য আমাকে গ্রাস কর্‌লে? প্রথম বৃষ্টিপাতে বৃক্ষের গ্রীষ্ম তাপ যেমন যায়, অমনি তারি উপরে বজ্রাঘাত হয়ে থাকে। যতদূর হত হয় হোক আমি কোন দুঃখই বা কর্‌বো, সেই ফল

অনাথ প্রজাদিগের নিমিত্তই শোক করবো? কি আমার বন্ধু বান্ধবেরা রোদন কচ্চে, তাই স্মরণ করবো? কিম্বা পরগৃহে প্রিয়তমা মহিষী.প্রাণাধিক পুত্র দাস্য বৃত্তি কচ্চে, তাই চিন্তা করবো? অথবা নিজের এই অবস্থাই ভাববো? চতুর্দ্দিকেই দুঃখ দাবানল: সে সব যা হোক্ সেই স্ত্রীপুত্রবিক্রয় কালে নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ রোহিতাশ্বের প্রতি পদাঘাত কল্লে, সে যে সজল নয়ন আমার প্রতি সমর্পণ করেছিল, সেটি আমার মর্ম্মশল্য হয়ে রয়েছে। আমি ব্রাহ্মণকে নিষেধও করতে পারলেম্ না দেখে প্রিয়া আমার নয়ন ফিরালেন, উ হু হু হু, কি ক্লেশ! আর স্মরণ করতে পারিনে। ভাল দেবি, তুমি চন্দ্রবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেছ, যদি সূর্য্যকুলের কুলবধূই হবে, ভস্মরাশিতে ঘৃতধারার ন্যায় আমাতে পতিত কেন হলে? আহা, যিনি কুসুমমালা গ্রন্থন করতে পরিশ্রান্ত হতেন, অপরিচিত দাসীবৃত্তি কি করে তিনি নির্ব্বাহ কচ্চেন? এখন কতই দুর্ব্বাক্য সহ্য করতে হচ্চে, কতই অনাদরে থাক্‌তে হয়েছে।

রুই। অরে মনে মনে কি বক্‌ছিস—ঐ দেখ।

রাজা। (দেখিয়া) ওঃ ঐ শ্মশান? উঃ কি ভয়ানক স্থান ওটি, গৃধ্র পক্ষী সকল দূর হতে মণ্ডলাকারে শন শন শব্দে এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে বস্‌চে, শিবাগণ সমবেতভাবে ধ্বনি করে বেড়াচ্যে, কুক্কুর ক্রন্দন কচ্যে, স্থানে স্থানে চিতানল দোধূয়মান প্রজ্বলিত হচ্যে, কোন চিতার অনলশিখা বশাসম্পর্কে পিঙ্গলবর্ণ, কোন চিতা ধূম ধূম্র, কোন চিতা বা দুর্গন্ধ উদ্‌গার করে দূরস্থ ব্যক্তিকেও উদ্বেজিত কচ্যে। একি মাংসাশী শ্বাপদ সকল মড়াগুলো নিয়ে টানাটানি কচ্যে। ফলে ওব্যক্তি ধন্য, মরেও প্রাণির আহার প্রদান কচ্যে। সে যাহোক শরীর কি অসার সামগ্রী! এই না সেই বদন, যা দেখে এর বন্ধু বান্ধব প্রীত হতো, এই না সেই নয়ন, যার কটাক্ষ অতি মনোহর ছিল, এই না সেই ভ্রূযুগল, যার ভঙ্গিতে কামিনীকুল ভুল্‌তো, এই না সেই ওষ্ঠাধর, যার আস্বাদনে এর বনিতা ব্যগ্র ছিল। এই সেই বিশাল বক্ষঃস্থল, এই সেই আজানুলম্বিত বাহু, এই সেই মনোহর

মূর্ত্তি, এক্ষণে তারি এমন ঘৃণিত অবস্থা উপস্থিত, এখন এ সকল বস্তু মাংসশোণিত বশাসিক্ত অতি অপবিত্র, এখন এ শরীর দেখ্‌লে, বালকের ভয় হয়, অভিমানিদিগের লজ্জা হয়, কিন্তু তত্ত্বদর্শি-দিগের বিবেক শক্তিরই স্ফূর্ত্তি হয়ে ওঠে।

রুই। অরে কি বিড়্ বিড়্ করে বক্‌চিস্? ঐ শ্মশানকালিকাকে পন্নাম কর।

রাজা। (দেখিয়া) এই যে ভদ্রকালী, মাগো প্রণাম করি। (প্রণিপাত ও নেপথ্যে শব্দ শুনিয়া) কিসের শব্দ হয়? (দেখিয়া) নানা দিক্ দিগন্ত হতে পক্ষি সকল স্ব স্ব নীড়ে আগমন্ কচ্চ্যে—তারি শব্দ—বটে? সূর্য্যের আর তাদৃশ প্রভা নাই—কেন নাই? বেলা নাই বলে, না, আমি ওঁর বংশের সন্তান, আমার এই দুর্গতি, এতেই উনি প্রভাশূন্য হয়ে থাক্‌বেন? হতে পারে, কুলাঙ্গারেরা পূর্ব্বপুরুষদিগের উজ্জ্বল মুখ মলিন করে তোলে, আমিও তাই করেছি। (পুনর্দর্শন করিয়া) হাঁ, সন্ধ্যাই হলো সত্য। এই যে সূর্য্যদেব ক্রমেই অস্তে যান দেখ্‌ছি।

দ। আহা, যিনি গগনাঙ্গনের দীপ, যাঁর উদয়ে জগৎ আলোকিত ও লোক প্রবোধিত হয়েছিল, এক্ষণে তাঁরই এই দশা? কালে কি না হয়, চিরদিন কারো অবস্থা একরূপ থাকে না। সে যা হোক্ আমি এই শ্মশানে এসেছি, আমার ঘৃণা হচ্যে, লজ্জা হচ্যে, ভয়ও হচ্যে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখ্‌তে গেলে, জগতই তো শ্মশান, সন্ধ্যার মেঘ সকল রক্ত, সূর্য্যবিম্ব চিতাঙ্গার, তারাগুলি নরাস্থি এবং উজ্জ্বল ইন্দুই নরকপাল। এই জগৎ শ্মশানে সকলইতো ভ্রমণ করে থাকে, তবে আমার আশঙ্কা কি? লজ্জা কি আর ঘৃণাই বা কি?

রুই। অরে সঞ্জে হলো, মুই ঘর্ যাই—তুই সাবধানে হেথাকে আপনার কাম কর।

[রুইদাসের প্রস্থান।

রাজা। যে আজ্ঞে।

[ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ রাজারও প্রস্থান।

(নেপথ্যে—সঙ্গীত সংখ্যা ৭)

পটপ্রক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[পথে বভ্রুর প্রবেশ]

বভ্রু। (স্বগত) পুষ্প চয়ন করে দিয়ে এলেম্—এখন কুশা আর সমিধ আনা হলেই হয়। পুষ্পগুলি দেখে আজ্ মহর্ষি তুষ্ট হয়েছেন, একাকী অতো ভোর থাক্‌তে যে করে আজ্ ফুল তুলে এনেছি, তা তুষ্ট হবেন না? কাল আবার এর চেয়ে রাত্ থাক্‌তে উঠ্‌বো, কিন্তু একা ভয় করে—তা কি কর্‌বো আর কোন ছাত্রতো নাই—থাক্‌বে কি মহর্ষি যে রাগী, ভয়তে সব পালিয়েছে—(অদূরে দেখিয়া) এই যে পৈলব! কিহে ভাই—এত দিন কোথা ছিলে, আর যে দেখ্‌তে পাইনে?

পৈলব। কে হে বভ্রু নাকি, আরে ভাই ভাল আছ তো?

বভ্রু। হাঁ ভাল আছি—তুমি ভাই এত দিন কোথা ছিলে ?

পৈলব। আমি এখানে ছিলেম না, আমি অযোধ্যা নগরে গিছিলেম্।

বভ্রু। কেন?

পৈলব। মহর্ষি পাঠিয়ে ছিলেন। রাজ-কার্য্য কিরূপ নির্ব্বাহ হচ্যে প্রজারা কি ভাবে আছে তাই জান্‌তে।

বভ্রু। মহর্ষি কাকে রাজ্য দিয়েছেন, রাজা এখন কে ?

পৈলব। দুষ্প্রতাপ নামে জনৈক যবন ধর্ম্মা ক্ষত্রিয়কে মহর্ষি রাজ্য প্রদান করেছেন—তিনিই এখন রাজা।

বভ্রু। রাজকার্য্য কেমন চল্‌চে দেখে এলে। প্রজারা কিরূপে আছে ?

পৈলব। আর সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর ভাই, যত দূর ক্লেশ ঘটতে পারে তাই ঘটেছে, প্রজারা হাহাকার কচ্যে। তাহারা এত দিন ধর্ম্মিষ্ঠ দয়াবান্ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কোমল করে

লালিত ছিল, যত দূর সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে হয়, দুষ্প্রতাপের শাসনে এখন তত দূর অসুখে আছে, সুতরাং সমধিক সুখের পর যৎ-পরোনাস্তি দুঃখে পড়্‌লে যেরূপ হয় তাই হয়েছে।

বভ্রু। রাজা পিতা একই কথা, কিছুই ভেদ নাই, সেই পিতৃ তুল্য রাজার বিচ্ছেদ সহ্য করা তো সহজ নয়, আবার তার উপরে উপ-স্থিত রাজার দুর্ব্বৃত্ততা, সকলই বুঝ্‌তে পার্‌লেম। তা সে যা হোক, মহর্ষি যদি স্বয়ং রাজ্য করবেনই না—তবে রাজ্য দান গ্রহণ কর্‌লেন কেন?

পৈলব। তিনি কি ভোগেচ্ছায় রাজ্য গ্রহণ করেছেন? ঋষিরা কি ভোগ সুখের অধীন?

বভ্রু। তবে কেন গ্রহণ কর্‌লেন?

পৈলব। শোন নাই।

বভ্রু। না কি বল দেখি শুনি।

পৈলব। বৈরনির্য্যাতন মানসেই রাজ্য লয়েছেন।

বভ্রু। বৈরনির্যাতন কিরূপ ?

পৈলব। তবে সকল বলি শোন। মহর্ষি অতি নিবিড় নির্জন বনে গিয়ে বিদ্যাত্রয় সিদ্ধি কর্‌বার নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করেন, সিদ্ধ হন হন এমন সময় রাজা হরিশ্চন্দ্র তথায় গিয়ে তাঁর সেই তপস্যার ব্যাঘাত করে ছিলেন।

বভ্রু। সে কি মহারাজ হরিশ্চন্দ্র অতীব ধার্ম্মিক, তিনি অমন কর্ম্ম কর্‌লেন কেন ?

পৈলব। তা সবিশেষ বল্‌তে প্যারি না, কোন কারণ থাক্‌বে।

বভ্রু। হাঁ তা থাক্‌বেই—তার পর, তার পর।

পৈলব। তার পর মহর্ষি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাপ প্রদানে উদ্যত হন, কিন্তু রাজার অনুনয়ে তা পার্‌লেন না, কিন্তু বৈরনির্যাতন তো কর্‌তে হবে, তাই ছলে তাঁকে রাজ্যভ্রষ্ট করে মহাকষ্ট দিলেন। কেবল রাজ্যভ্রষ্ট করেও ক্ষান্ত হন নাই, রাজ্যভ্রষ্ট কর্‌লেন আবার দক্ষিণার ছল

করে তাঁর স্ত্রী পুত্র বিক্রয় ও তাঁর আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করিয়ে নিলেন, মিয়ে তদ্দণ্ডেই সেই সমুদয় টাকা উদাসীনদিগকে বিতরণ কর্‌লেন। তুমি কি এ সব কথা কিছু শোন নাই।

বভ্রু। রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতি ক্রোধ সর্ব্বদাই দেখ্‌তে পাই, কি কারণ তা সবিশেষ এত দিন শুনি নাই, তোমার মুখে শুন্‌লেম। সম্প্রতি এই কালি এক কাণ্ড হয়ে গেছে।

পৈলব। কিরূপ?

বভ্রু। কাল ভাই মহর্ষির সঙ্গে আমি স্নান কর্‌তে যাচ্ছিলেম্, একটী বালক বিল্বপত্র চয়ন করে নিয়ে পথে যাচ্যে, তার অনবধানতায় একটী বিল্বপত্র হাতে থেকে পথে পড়ে যায়, অবোধ, বালক কিনা, সে তার প্রণিধান করে নাই, মহর্ষি দৃষ্টি মাত্রে ক্রুদ্ধ হয়ে অমনি শাপ প্রদান কর্‌লেন্ ওরে দুরাত্মা যেমন বিল্ব-পত্রের হতাদর কর্‌লি সর্পাঘাতে অদ্যই তোর মৃত্যু হবে। আমি সবে মাত্র বলেছি মহর্ষি ও বালকটী শুনেছি রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র, তা

রাজা হরিশ্চন্দ্র আত্মবিক্রয় স্ত্রীবিক্রয় কালে ওটীকে বিক্রয় করে আপনাকে দক্ষিণার টাকা দেন, আপনি ওকে এমন শাপটা দিলেন! এই কথা বল্‌লে—ভাই, বল্‌লে না প্রত্যয় হবে, আমার উপরেই রেগে বল্‌লেন ওরে দুর্ব্বৃত্ত আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাইনে, তুই আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিস্? আমি ওকে শাপ দিছি—জেনেইতো দিছি, দুর্ব্বৃত্ত হরিশ্চন্দ্র আমার করতল গত বিদ্যার ব্যাঘাত করেছে, তার অনিষ্ট চেষ্টা আমাহতে যতদূর হয় তা কর্‌বোই কর্‌বো, তোর কি? আমি অমনি ভয়তে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেম্, কত অনুনয় বিনয় কর্‌লেম্, আজ আবার কত রাত্রি থাক্‌তে উঠে গিয়ে ভাল ভাল ফুল তুলে এনে দিলেম—তবে এই এখন একটু রাগ পড়্‌লো। এত দূর ক্রোধ ওঁর কেন, ব্রাহ্মণের ক্রোধ তো অধিক কাল থাকে না।

পৈলব। তা জান না, মহর্ষি কেবল ব্রাহ্মণ নন, উনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, তপোবলে ব্রাহ্মণ হয়েছেন। ক্ষত্রিয়ত্ব ও ওঁতে আছে কিনা?

ক্ষত্রিয় জাতি তো সামান্য জাতি নয় সর্পের জাতি, কিছুতেই ও জেতের ক্রোধ পড়ে না। আমাদের থাকা ওঁর কাছে—কবে কি ঘটে বল্‌তে পারিনে "সসর্পেচ গৃহে বাসঃ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ" তা যাই এখন অযোধ্যার বৃত্তান্ত গিয়ে বলি।

বভ্রু। আমি ভাই কুশা আন্‌তে যাচ্যি যাই এসে আমার দেখা কর বো এখন।

পৈলব। ভাল যাও।

[বভ্রুর প্রস্থান।

ঐ না মহর্ষি এদিকেই আস্‌চেন। তবে এখানেই দাঁড়াই এখানেই দেখা হবে।

[বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বা। বেশ হয়েছে, ছেলেটা মরেছে শুন্‌লেম্‌, মর্‌বেইতো, আমার বাক্য অন্যথা হবে কেন, দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্রের আর বাকি কিছু রাখবো না, আমি তো ঐ জন্যেই কাশীতে বাস-করে আছি, রাজ্যটা এত দিন ছার খার হয়ে থাকৃবে। পৈলব এলে সম্বাদটা পাই তাকে

অনেক দিন পাঠিয়েছি আজও আস্‌চে না কেন? (সম্মুখে দেখিয়া) এই যে পৈলব?

[পৈলবের প্রণিপাত]

তবে বৃত্তান্ত কি বলো।

পৈলব। বৃত্তান্ত আর কি নিবেদন কর্‌বো? রাজ্য উৎসন্নপ্রায়, প্রজারা হাহাকার কচ্চ্যে।

বিশ্বা। (স্বগত) হয়েছে তো বেশ হয়েছে, হবেই তো, রাজার পাপে রাজ্য নাশ আছেই? (প্রকাশে) সবিশেষ বৃত্তান্ত বল শুনি, দুষ্প্রতাপ কিরূপ রাজ্য কচ্চ্যে?

পৈলব। তাঁর নামের অনুসারেই কার্য্য। রাজা যদি কর বিস্তার করেন, তবে প্রজার ধন কোথা থাকে। নূতন রাজা প্রজার সর্ব্বস্ব হরণে উদ্যত হয়েছেন, ছলে বলে কলে কৌশলে, যেরূপে পাচ্চ্যেন প্রজা পীড়নে ত্রুটি নাই, প্রজারা কর প্রপীড়িত হয়ে অরণ্য আশ্রয় কচ্চ্যে, আর প্রভু অধিক কি বল্‌বো।

বিশ্বা। এতে কি তুমি দুঃখিত হচ্চ্যো? দুষ্প্রতাপ অতি দুর্ব্বৃত্ত রাজা ছিল হরিশ্চন্দ্র ওর

সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক কারাগারে আবদ্ধ করে রাখে, আমি সেই হরিশ্চন্দ্রের মনোদুঃখ দিতেই ওর হস্তে রাজ্য সমর্পণ করেছি, ও যে রাজ্য ছার খার কর্‌বে তা আমি বিশেষ জেনেই ও কর্ম্ম করেছি। তা এখন আশ্রমে যাও, আমি স্নান করে আসি। (কিঞ্চিৎ গিয়া) না এ পথে স্ত্রীলোক গমনাগমন কচ্চ্যে, ঐ পথটা দিয়ে যাই।

[উভয় পথে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[এক পথে জাহ্নবী অপর পথে যমুনার প্রবেশ]

জাহ্ন। কেও যমুনা না?

যমু। হাঁ দিদি, তুমি কোথা যাচ্য?

জাহ্ন। গঙ্গায় নাইতে যাচ্যি।

যমু। এই এখন যে?

জাহ্ন। আর বোন নাওয়া আর খাওয়া, পোড়া পেটে ছাই দেওয়াই উচিত, যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—আজ্ কি আর ক্ষিদে তৃষ্ণা আছে।

যমুনা। কেন দিদি কি হয়েছে?

জাহ্ন। আর বল্‌বো কি বোন্, মনে কর্‌লে মন কেমন করে। ঐ উপাধ্যায় ঠাকুরের বাড়িতে সেই যে শৈব্যাবলে দাসীটী ছিল আহা বড় ভাল মানুষের মেয়ে গো—বড় ভাল মানুষের মেয়ে, আমাকে মাশি মাশি কর্‌তো,

আহা ভাঙা কপাল না হলে ভাঙে না গো, তার সেই ছেলেটী দেখ নাই ?

যমুনা। হাঁ দেখিছি বৈকি, দিব্য ছেলেটী যেন রাজার ছেলে, উপাধ্যায় সেই যে ও বচ্ছর ওদের মা পো দুটীকে কিনে রেখেছেন না ?

জাহ্নু। হাঁ গো হাঁ।

যমুনা। তার কি হয়েছে দিদি ?

জাহ্নু। আর কি হয়েছে সেই ছেলেটী আজ মারা গেল।

যমুনা। কি ব্যামো হয়েছিল ?

জাহ্নু। এই এখানে (কপাল প্রদর্শন) সাপে কামড়ে ছিল।

যমুনা। (সিহরিয়া) ইস্ ভাগ্যিস্ চোকটী যায় নি।

জাহ্নু। আর বৌন চোক্ যায় নি, চোক্ গেলেও তো ভাল ছিল, মায়ের কোল যোড়া হয়ে থাক্ত, অভাগিনীর তিন কুলে কেউ নাই গো, কেউ নাই, বাপ নাই, ভাই নাই ওর স্বামী

ওদের বেচে গেছে, ব্রাহ্মণের বাড়িতে দাসী হয়েছিল, ছেলেটী চাকর ছিল, ফুল বিল্বপত্র তুলে টুলে দিত।

যমুনা। সাপে কামড়ালো কেমন করে, কোথা গিছিল ?

জাহ্নু। ফুল্ তুলতে গিছিল, আর কোথা যাবে, ঐ যে কথায় বলে "সাপের লেখা বাঘের দেখা" ও সব অদৃষ্টের ফল বৈত নয়। তা তাও শুন্‌লেম ঐ যে নূতন এক ঋষি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কাছে আশ্রম করে বাস কচ্যেন—কি ভাল ওঁর নামটী, উটি বড় রাগী ঋষি।

যমুনা। ওঁর নাম বিশ্বামিত্র।

জাহ্নু। হাঁ হাঁ, উনি নাকি শাপ দিছিলেন তাতেই এই ঘটনা হলো। আহা উপাধ্যায় ঠাকুর এত চেষ্টা কর্‌লেন, কতো রোজা এসে কতো ঝাড়ান ঝোড়ান কর্‌লে, কিছুতে রক্ষা হলো না। প্রাতঃকালে সর্পাঘাত হয়েছিল, দুপরের সময় মলো! আহা ভাল মানুষের মেয়ে একেবারে শোকে উন্মত্ত হয়েছে!

যমুনা। আহা হবে না গো, আর নাই।

জাহ্নু। তাকে কি ধরে রাখা যায়, তা এই এখন রামমণি এসে তাকে ধর্‌লে, তাই বলি সংক্রান্তিটে, ডুব্‌ড়ো দেব না, তাই এই আস্‌চি।

যমুনা। মড়া সংকার কর্‌তে কে নিয়ে গেল?

জাহ্নু। কে নিয়ে যাবে বোন্ অমনি পড়ে রয়েছে, ঐ অভাগিনীকেই ও কর্ম্ম কর্‌তে হবে, বাসি মড়া তো কর্‌তে পার্‌বে না, ব্রাহ্মণের বাড়ী। তা যাই বৌন এখন একটা ডুব দিয়ে আসি।

যমুনা। হুঁা দিদি যাও বেলাটা একেবারে গেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পটপ্রক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

[পথে ব্রহ্মচারীর প্রবেশ]

ব্রহ্ম। ওঃ! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কত বড় লোক, এমন! ধর্ম্মনিষ্ঠা তো দেখি নাই, সৎপাত্রে প্রার্থী পেয়ে সসাগরা বসুন্ধরা প্রদান কর্‌লেন, স্ত্রী পুত্র আত্মবিক্রয় করে দক্ষিণার ঋণ পরিশোধ কর্‌লেন, বহু দিন দিবারাত্র এই চাণ্ডাল দাস্য শ্মশানে নির্ব্বাহ কচ্যেন, এতেও মনের বিকার নাই, ধর্ম্মের প্রতি এতদূর নিষ্ঠা, হায় হায়! এ ধর্ম্মকেও কলিযুগে লোক অনায়াসেই তৃণবৎ পরিত্যাগ কর্‌বে! যাহোক্ রাজা হরিশ্চন্দ্র এক ধর্ম্ম আশ্রয় করে ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সকল গুণেরই শেষ সীমা দেখালেন, তবে এঁর লোভের পরীক্ষাটাও এক বার আমাকে কর্‌তে হয়েছে, তাতে ন্যায়পরতারও পরিচয় হতে

পারবে। যাই আজ এই বেশে রাত্রি কালে শ্মশানে গিয়ে এক বার পরীক্ষা করে আসি।

[প্রস্থান।

[ঘোরান্ধকার, শ্মশানে বিকৃতি বেশে
রাজার প্রবেশ]

রাজা। উঃ! কি অন্ধকারই আজ হয়েছে, এত অন্ধকার তো কখন দেখি নাই, বোধ হয় আমার মনের অন্ধকার মনে আর ধরে না—তাই বহির্ভূত হয়ে বিশ্ব সংসার ব্যাপ্ত হয়ে থাক্‌বে। আমার অদৃষ্টে এত দূর ছিল! রাজ্য ত্যাগ, বন্ধু বিচ্ছেদ, স্ত্রী পুত্র বিক্রয়,এ সকল তো হয়ে গেছে, অবশেষে চণ্ডালের দাস হয়ে চিরকাল এই ঘৃণিত কার্য্যে কাল যাপন কর্‌তে হলো—কি কর্‌বো, বোধ হয় আমার জন্মান্তরের কোন পাপ ছিল, না থাক্‌লে এতদূর হবে কেন? ভাল যে পাপে এরূপ দুর্গতি হয় সে পাপের নাম কি? এত পাপ তো কেউ কর্‌তে পারে না, আমি এত পাপ করেছি, করেছি আমিই ভোগ করি, শৈব্যা আমার কি

পাপ করেছে, হা পতিব্রতে! তুমি এক্ষণে কিরূপে কাল যাপন কচ্যো? বোধ হয় মনে করেছ আমি তোমাকে আবার উদ্ধার কর্‌বো, কিন্তু দুর্ভাগা হরিশ্চন্দ্রের যে দুর্দ্দশা ঘটেছে, তাতো তুমি জান্‌চো না! আহা বৎস রোহিতাশ্ব কোথায়? আজ শত শত রাজা তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য কর্‌বে, তা না হয়ে তুমিই এখন পরের আজ্ঞায় কার্য্য কচ্যো? উহু হু হু স্মরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! দূর হোক্ সে সকল কথা আর মনে কর্‌বো না, স্বামি কার্য্য দেখি—এ অন্ধকারে কিছুইতো দেখা যায় না, রাত্রিশেষের অন্ধকার, তাতে মেঘাগম হয়েছে। (কিঞ্চিৎ গিয়া ত্রস্তভাবে। উঃ, ও একটা কি, শিয়ালজন্তু, অতি দীর্ঘকায় বিকৃতরূপ—পিশাচ নাকি, হওয়ার আটক কি—এস্থানে সকলি সম্ভবে, না, হাঁ তাইতো বোধ হচ্যে (নিকটে গিয়া) না না এ একটা মুড়ো গাছ, আশঙ্কায় পিশাচ বোধ হয়ে ছিল। উঃ চতুর্দ্দিকে অস্থি চর্ব্বণের শব্দ দেখ—শৃগাল সকল মড়া নিয়ে টানাটানি কচ্যে—দূর দূর!

কি করি এখন যে অন্ধকার, কে কোথাদে মড়া ফেলে যাবে, দেখা তো কিছুই যায় না, তবে এক একটা হাঁকি দি। (উচ্চৈঃস্বরে) হৈ, আমি শ্মশানাধিপতির ভৃত্য, আমাকে না বলে কেউ এখানে কোন কর্ম্ম কর্‌তে পার্‌বে না— কৈ এদিকে তো কেউ উত্তর দেয় না, ওদিকে যাই—(অন্য দিকে গমন ও তদ্রূপ হাঁকি) কি শব্দ হচ্যে, কে যেন আস্‌চে না? (উচ্চৈঃস্বরে) কে গো?

(নেপথ্যে) আমি গো—

(ত্রস্তভাবে) কিও আমার শব্দেরই প্রতিধ্বনি নাকি? না, ভিন্নরূপ শব্দ বোধ হচ্যে। কে তুমি?

[ব্রহ্মচারীর প্রবেশ]

ব্রহ্ম। আমি গো—

রাজা। তুমি কে?

ব্রহ্ম। আমি এক জন ব্রহ্মচারী আপনার নিকটে এলেম্।

রাজা। ব্রহ্মচারী? তবে প্রণাম করি। (প্রণিপাত) কি মানস?

ব্রহ্ম। মহারাজ, যোগবলে আপনার সকল বিষয়ই আমি জেনেছি, এখানে আপনি আছেন আপনার নিকটে কিঞ্চিৎ ভিক্ষার্থে এলেম্। আমাকে কিছু দিন্ মহারাজ। (রাজাকে লজ্জায় অধোবদন দেখিয়া) মহারাজ আপনি লজ্জিত হচ্যেন কেন, আমি আর কিছু চাইনে, কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করুন্, এই আমার প্রার্থনা।

রাজা। (কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সানুনয়ে) মহাশয় আমি পরের ভৃত্য স্বামিকার্য্য ক্ষতি করে কিরূপে সাহায্য কর্‌তে পারি।

ব্রহ্ম। না না স্বামি কার্য্য ক্ষতি হবে না, শুনুন বলি, আমি মন্ত্রবলে বেতাল সিদ্ধি, বজ্র-সিদ্ধি, গুটিকা সিদ্ধি, অঞ্জন সিদ্ধি, পাদলেপ সিদ্ধি, দৈত্যাঙ্গনা সিদ্ধি, ধাতু সিদ্ধি ও রসায়ন সিদ্ধি এই অষ্ট সিদ্ধি * করেছি। তাতেই জান্‌তে

* (১) বেতাল সিদ্ধিতে সাধক তদ্দ্বারা অসাধ্য কার্য্যও সাধন করিতে পারেন।

পার্‌লেম্ অমূল্য মণি মাণিক্য পূর্ণ একটী কুম্ভ এখানে নয়—ঐ নদীতটে পোতা আছে, তা যে অন্ধকার, একা যেতে পাচ্যিনে ভয় করে, আপনি এখান থেকেই যেমন এক একটী হাঁকি দিচ্যেন, ও অপেক্ষা আরো একটু বড় করে এক একটী

---

(২) বজ্র সিদ্ধি হইলে সাধকের অভিমত প্রদেশে বজ্র পাত হয়।

(৩) গুটিকা সিদ্ধি হইলে সাধক সেই সিদ্ধ গুটিকা মুখ মধ্যে দিয়া মরাল পারাবত প্রভৃতি পক্ষী হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে।

(৪) অঞ্জন সিদ্ধিতে সাধক সেই সিদ্ধাঞ্জন নয়নে দিয়া ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ দর্শন করেন।

(৫) পাদলেপ সিদ্ধি হইলে সাধক জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র গতি লাভ করেন।

(৬) দৈত্যাঙ্গনা সিদ্ধিতে, দৈত্যাঙ্গনা সাধকের অভিমত স্ত্রী রূপ ধারণ করিয়া নিকটে আসে।

(৭) ধাতু সিদ্ধি হইলে সাধক সুলভ সামগ্রী দ্বারা দুর্লভ স্বর্ণাদি প্রস্তুত করিতে পারেন।

(৮) রসায়ন সিদ্ধি হইলে পৃথিবী মধ্যে কোথায় নিধি নিখাত আছে সাধক জানিতে পারেন।

হাঁকি দিন, তা হলে আমি গিয়ে তুলে আন্‌তে পারি।

রাজা। হাঁ তা আমি পারি, আপনি যাউন্ ভয় নাই।

ব্রহ্ম। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (পূর্ব্বাধিক হাঁকি) হৈ, হৈ, ভয় নাই আমি এখানে আছি। (কিঞ্চিৎ পরে) এ কি, উঃ একটা বিদ্যুৎ হলো নাকি? না দেব কন্যার ন্যায় বোধ হয়, অন্তরীক্ষে এঁরা কে আস্‌চেন? (কিঞ্চিৎ অপসরণ)

[কন্যাত্রয়ের প্রবেশ ও নৃত্য]

কন্যাত্রয়। পরম দয়ালু মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! আমরা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারিণী বিদ্যা, বিশ্বামিত্র আমাদের সিদ্ধি কর্‌বার চেষ্ট করেছিলেন, বিঘ্ন হওয়ায় কর্‌তে পারেন নাই, চিন্‌তে পাচ্যেন নাকি? আমরা আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখে আপনার প্রতিই প্রসন্না

হলেম্, বর নিন্। আপনি ইচ্ছা করেন—আপনারই আমরা সিদ্ধ হই।

রাজা। (সবিস্ময়ে স্বগত) এ কি সেই বিদ্যাত্রয়? মহর্ষি বহু যত্নেও এঁদের সিদ্ধি কর্‌তে পারেন নাই, অযত্নে এঁরা আমার সিদ্ধ হতে উদ্যত? তা আমি এঁদের নে কি কর্‌বো? (প্রকাশে) মা সকল, তোমাদিগকে প্রণাম করি, যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, আমার এই বর, এই প্রার্থনা, আপনারা সেই মহাত্মা বিশ্বামিত্রেরই সিদ্ধ হোন, তা হলেই আমার সন্তোষ হবে।

কন্যা। সে কি মহারাজ আপনি গ্রহণ কর্‌বেন না?

রাজা। অভিলষিত সিদ্ধি না হওয়াতে, মহাযোগী বিশ্বামিত্র আমার প্রতি অপ্রসন্ন আছেন, তা যদি আপনারা অনুগ্রহ করে তাঁর সম্বন্ধে সিদ্ধ হন, (কৃতাঞ্জলি) আমি তা হলে চরিতার্থ হই।

কন্যা। যে আজ্ঞা, আপনার অভিলাষ

পূর্ণ কর্‌বো বলে আমরা এসেছি সুতরাং তাই হবে। যাহোক আপনার সৌজন্য গুণে জগৎ বশীভূত হলো। [প্রস্থান।

রাজা। (দেখিয়া আহ্লাদে) হাঁ এই যে গেলেন এঁরা, আঃ বাঁচলেম্‌, মহর্ষি বিদ্যা লাভে এখন পরিতুষ্ট হতে পারেন্‌। আর আমার প্রতি তাঁর ক্রোধ থাক্‌বে না। (পুনর্ব্বার হাঁকি) হৈঃ ভয় নাই আমি এখানে আছি, কে শব্দ করে ?

[নিধান কুম্ভ স্কন্ধে ব্রহ্মচারীর প্রবেশ]

ব্রহ্ম। মহারাজ আমি এলেম, আপনার আনুকূল্যে এই দেখুন আমার নিধি লাভ হলো।

রাজা। (সসন্তোষে) ভাল হয়েছে— আপনারই ক্ষমতাতে পেলেন, আমার আনু-কূল্য কি, যাউন্‌ এক্ষণে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করুন্‌ গে।

ব্রহ্ম। মহারাজ আপনার সাহায্য না থাকিলে এ হতো না, সুতরাং এতে আপনার অংশ আছে এর অর্দ্ধেক আপনি লউন্‌।

রাজা। আমি নিয়ে কি কর্‌বো ?

ব্রহ্ম। কেন আত্মমোচন কর্‌বেন—আপনার স্ত্রী পুত্র মোচন হবে।

রাজা। হাঁ তা হতে পারে বটে, কিন্তু ওতে তো আমার অধিকার নাই, যদি আমার সাহায্যে উপার্জ্জিতই হয়ে থাকে, আমার ভৃত্য দশায় উপার্জ্জিত বস্তুতে অধিকার আমার স্বামীর।

ব্রহ্ম। মহারাজ আপনার এ কথাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলেম্।

রাজা। যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, শ্মশানাধিপতিকে অমনি এই ধন দিয়ে গমন করুন, তাহা হইলে আমার সন্তোষ জন্মিবে।

ব্রহ্ম। ওঃ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনার কি ন্যায়পরতা কি নির্লোভিতা, যে আজ্ঞে মহারাজ, তাই দিয়ে যাচ্চি।

[প্রস্থান।

রাজা। (পূর্ব্বদিক দেখিয়া) এই যে নিশা শেষ হয়ে এলো, দুর্ভাগা হরিশ্চন্দ্রের দুঃখ নিশার তো শেষ নাই। আবার বাম চক্ষু নাচে কেন?

এর অপেক্ষা আর আমার কি অমঙ্গল হবে? এর পর যে অমঙ্গল সে তো আমার মঙ্গল, এর পর অমঙ্গল কি আমার মৃত্যু? তার চেয়ে আর মঙ্গল কি আছে।

(সঙ্গীত সংখ্যা ৮)

(দূরে রোদনধ্বনি) রোদন করে কে? স্বরানুভবে বোধ হয় স্ত্রীলোক, রাত্রি শেষে স্ত্রীলোক এখানে রোদন কর্‌তে কর্‌তে আস্‌চে কেন—স্বরটা যেন আমার শৈব্যার মত। (চিন্তা করিয়া) শৈব্যা কি আমার এই দুর্দ্দশার কথা কারো কাছে শুনেছে, শুনে রোদন কর্‌তে কর্‌তে আস্‌চে, দেখি দেখি (কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া ও দেখিয়া) ওকে না, শৈব্যা নয় একটী মৃত শিশু ক্রোড়ে করিয়া আস্‌চে, এখনো ভাল আলো হয় নাই দেখা যাচ্যে না, না শৈব্যা নয়, সে আকার তো নয়, ও একটী অন্য কোন স্ত্রীলোক হবে। আকৃতি দেখে ভদ্র ঘরের স্ত্রী বোধ হয়, অনুজ কি আত্মজ বুঝি মরেছে তাকে নিয়ে দাহ কর্‌তে আন্‌চে, আহা আর কেউ নাই! একেই এ কর্ম্ম

কর্‌তে হলো! আ মরি! অতি ম্লান, অধোবদন, দুঃখিনী বেশ, হা বিধাতঃ, এরূপ অনাথার প্রতিও তুমি বিরূপ, তোমার কি দয়া কারু প্রতি নাই— (সশঙ্কিতভাবে) তা সে যা হোক্ যত নিকট হচ্চে শৈব্যার স্বরই স্পষ্ট বোধ হচ্চে—আঁা কি এ! মৃত সন্তানটী কোলে করে আন্‌চে! আমার রোহিতাশ্ব এত দিনে এত বড়টী হয়ে থাক্‌বে। (চমকিয়া) রাম রাম, কেন অমঙ্গলের চিন্তা এসে উপস্থিত হয়। দুর্ভাগা হরিশ্চন্দ্রের এমন পোড়া মন কেন—না তা নয় ও আমার মনেরই ওটা আশঙ্কা মাত্র।

[অস্ফুট স্বরে রোদন করিতে করিতে মৃত সন্তান ক্রোড়ে শৈব্যার প্রবেশ]

শৈব্যা। হায় আমার কি হলো, আমি বাছা্‌কে কোথায় নিয়ে এলেম্। হা বিধাতঃ আমার অদৃষ্টে এতদূর ছিল—বিধি যদি বল পূর্ব্বক অপহরণ কর্‌বে, তবে পুত্র রত্ন আমাকে কেন দিছিলে, আমি বন্ধ্যা হতেম হতেম, তায় হানি কি ছিল, দরিদ্র নিধান কুম্ভের মুখ অব-

লোকন করে আবার বঞ্চিত হলো, জন্মান্ধ একবার কিছু দিনের নিমিত্ত নয়ন লাভ করে আবার নয়ন হারাইল! শুষ্ক পত্রে বজ্রাঘাত এই যে এক প্রবাদ আছে, তাই আমার ভাগ্যে ঘট্‌লো! আমার অঞ্চলের নিধি কোথায় গেল, আমি পতিহীনা দীনা অনাথা—বাছা আমাকে পরিত্যাগ করে পালাইল? এই নিমিত্তই কি আমি সন্তান কামনায় এতবার ব্রত উপবাস দেবতা ব্রাহ্মণের আরাধনা করেছিলেম? এই কর্‌বে বলেই কি আমি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছিলেম্? এই ঘটনা ঘট্‌বে বলেই কি আমি সন্তান প্রসবে পরম মহোৎসব বোধ করেছিলেম্? আমি ক্ষুধাতে আহার করি নাই, নিদ্রা আসিলে নিদ্রিত হই নাই, সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব সময় যার মঙ্গল কামনায় রত ছিলেম্ সেই আমাকে নিরুপেক্ষরূপে পরিত্যাগ করে গেল! আমি রাজ্যচ্যুত হয়েছি তাতে আমার ক্ষোভ নাই, পতি ধনে বঞ্চিত হয়েছি তাতে মনোবেদনা নাই, দেহ বিক্রয় করে পরের দাস্যবৃত্তি কচ্চি তাতেও

আমার দুঃখ নাই, কেন না সে সকল কার্য্য ধর্ম্ম রক্ষার্থ কর্‌তে হয়েছে, ধর্ম্ম রক্ষা হলে সকল রক্ষা হয়, ধর্ম্মই সার ধর্ম্মই ধন, সেই ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যা যা করেছি তাতে আমার কোন রূপ মনোবেদনা নাই, কোনরূপ অনুতাপ নাই— তা এ ঘটনা কেন হলো! আমার বাছা কোথা গেল? এত দুঃখ এত যাতনা এত ক্লেশ যে চন্দ্র-বদন নিরীক্ষণে কিছুই থাক্‌ত না, সেই এই চন্দ্র-বদন নিরীক্ষণে এখন কেন শোক সাগর উথলিয়া উঠ্‌চে, এ মুখ দেখে আর কেন আহ্লাদ হয় না! কেন এমন হলো! আত্ম বিক্রয় করে নাথের নিকটে বিদায় লইবার সময় তাঁকে প্রণাম করে আসি নাই, সেই চরণ ধূলি মস্তকে লৈ নাই, সেই অধর্ম্মেই কি এ সর্ব্বনাশ ঘট্‌লো? কিম্বা আমি উপাধ্যায় ঠাকুরের ক্রীতদাসী, যথোপযুক্তরূপে তাঁর বুঝি পরিচর্য্যা করা হয় নাই, সেই অধর্ম্মেই এই মর্ম্ম বেদনা পেলেম্? কি কোন অপরাধে কোন ব্রাহ্মণ শাপ দিলেন্, কি হলো কিছুই তো বুঝ্‌তে পারি না! আমি

জ্ঞান হওয়া অবধি এমন পাপ কিছু করি নাই—কেন এমন হলো? বাছা আমার কোথা গেল? আমি কত সাধ করেছিলেম্ সে সাদে বিষাদ হলো—আমি যে আর যেতে পারি নে, কোথায় যাচ্যি? (চিন্তা) ওঃ মৃত পুত্র লয়ে শ্মশানে যাচ্যি, তবে মাঝে মাঝে ভুল্‌চি কেন, যা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তা অবশ্য কর্‌তে হবে—না কর্‌লে অধর্ম্ম হবে, যে অধর্ম্ম ভয়ে সকল পরিত্যাগ করেছি সেই অধর্ম্ম সঞ্চয় কর্‌বো? তা হলে নাথ যদি এ কথা শোনেন কি মনে কর্‌বেন? লোকে কি বল্‌বে, পরকালে কি হবে?

রাজা। আহা ও স্ত্রীলোকটীর এ কর্ণ কুহর-ভেদী কাতর ধ্বনি তো আর শোনা যায় না, কোথায়ো যাবো তার যো নাই, স্বামি নিয়োগ পালন কর্‌তে হবে। তবে বরং একটু ওদিকে গিয়ে ঐ বৃক্ষ ব্যবধানে থাকি। (তথায় স্থিতি)

(মৃত পুত্রকে ভূমে রাখিয়া শৈব্যার পতন ও রোদন)

রাজা। আহা আহা স্ত্রীলোকটী ভারি

কাতর হয়েছে। শোক এমনি সামগ্রীই —
এর কেউ নাই বোধ হয়, থাক্‌লে এ কার্য্যে স্বয়ং
আস্‌বে কেন? এখন শোকার্ত্তা হয়েছে, দুটো
প্রবোধ প্রদান করে হাত ধরে তোলে এমন
লোকও নাই, আমি নিকটে যাবো? না, আমার
যে বিকৃত আকৃতি, একাকী স্ত্রীলোক দেখ্‌লেই
ভয় পাবে।

শৈব্যা। (রোদন করত উন্মত্তার ন্যায়)
একি, আমি কোথা এসেছি, বাছাকে কোথা
এনেছি? আহা বাছার চাঁদ বদন মলিন হয়েছে
কেন—চুলগুলি এদিক ওদিক পড়েছে (যথা-
স্থানে অপসারণ) বাছা, তুমি কথা কও না কেন?
আমি শ্মশানে এসেছি,আমার ভয় করে যে বাবা,
ওঠ, গা তোলো, বেলা হচ্যে, আর কত নিদ্রা
যাবে? ফুল বিল্বপত্র তুলে আনো গে,উপাধ্যায়ের
পূজার সময় হয়ে এলো—ওঠ বাছা ওঠ (তুলিতে
চেষ্টা) কেন ওঠ না বাছা, ওঠ। কৈ ওঠ, হাত
পা কাঠ হয়েছে কেন? (চৈতন্য প্রাপ্তে) ওঃ
আমি কি উন্মত্তা হয়েছি, মরেছে উঠ্‌বে কেন,

কাল সর্পে খেয়েছে,সাপে খেলে আর কি বাঁচে? (সরোদনে) সে সাপ কোথায়, আমাকে খায় না কেন? (উর্দ্ধদিকে চাহিয়া) ওহে সর্পরাজ অনুগ্রহ করে এ অধিনীকে গ্রাস করো, এসো— কৈ আসে, হুঁ আস্‌বে যদি, তা হলে এ যাতনা ভোগ কর্‌বে কে? মহাপাতকেরই এ সকল ভোগ। তা এখন কি করি, কি করে দাহ কর্‌বো, কাঠ কোথা পাবো! (উঠিয়া ইতস্ততঃ কাষ্ঠা হরণ করত) হুঁ গণকে গণনা করে বলেছিল আমার গর্ভের সন্তান রাজচক্রবর্ত্তী হবে, তাতো এই হলো। সকলি মিথ্যা, সকলি আমার অদৃষ্ট! (চিতা রচনা)

রাজা। (দেখিয়া) ঠিক কথা, ছেলেটীর আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণ দীর্ঘ নয়ন, চক্রবর্ত্তী চিহ্নও সকল লক্ষিত হচ্যে—তা আমার রোহিতাশ্বই কি এই—

শৈব্যা। এখন কি করে চিতার উপর তুলে দিব—(অত্যন্ত রোদনে) হা নাথ,তুমি কোথায়, তুমি বলে ছিলে সন্তানটীকে সাবধানে রক্ষা

করো—আমি অভাগিনী আমি তা পার্লেম না—(রোদন)

(সঙ্গীত সংখ্যা ৯)

রাজা। এ কি? কথা গুলি আমার প্রতিই খাট্‌চে যে।

শৈব্যা। হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র এত দিনে কি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো! (পুনঃ পতন ও মূর্চ্ছা)

রাজা। (অত্যন্ত বিষাদে) একি কথা? তবে আমারি সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমারি রোহিতাশ্ব মরেছে, শৈব্যা দাহ কর্‌তে এনেছে—একি, কি সর্ব্বনাশ! আঃ এটাও আমাকে চখে দেখ্‌তে হলো, হা রোহিতাশ্ব, হা প্রিয় নন্দন, আমি তোমাকে বিক্রয় করেছি, সেই অভিমানে বুঝি তুমি দেহত্যাগ করেছ? তুমি অকালে কাল-গ্রাসে পড়েছ, মরুক্ষেত্রের বীজের ন্যায় নষ্ট হয়েছ! রে দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র, এ দেখেও এখনো প্রাণ ধারণ করে আছিস্? আর কি যাতনা ভোগ কর্‌বি? কি দেখ্‌বি? দেখ দুঃখসাগরের

তল পর্য্যন্ত দেখ, দেহত্যাগ কর্‌তে পার্‌বি নে, দেহ বিক্রয় করেছিস্‌, কার ধন নষ্ট করবি ? বোধ হয় পুত্রশোকে পতিব্রতা শৈব্যার দেহান্তও তোকে দেখ্‌তে হবে, তাতেই বা কি কর্‌বি, উপায় বা কি আছে ? আহা শৈব্যা মূর্চ্ছাগত হয়ে রয়েছেন্‌! নিকটে যাবো, গিয়ে পরিচয় দে সান্ত্বনা কর্‌বো ? তারো ত যো নাই, এ দুঃখের সময় আমার এ অবস্থা দেখ্‌লে প্রিয়া এখনি আত্মহত্যা হবেন, স্ত্রীহত্যার পাপ আমারি ঘট্‌বে, যে আশঙ্কা এখনো কচ্চি তাই ফল্‌বে, তবে কি করি এখন ? (চিন্তা করিয়া) এই সকল অনিবার্য্য দুঃখ রোগের মহৌষধ ধৈর্য্য ব্যতীত কি আছে ? সংসার সকলি অনিত্য, সকলি মিথ্যা, কার সঙ্গে কার সম্বন্ধ, পূর্ব্বে যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, পরেও থাকবে না, সে এসে পরমাত্মীয় হচ্চে, যেমন নদীর বেগবশে তৃণরাশি নানা স্থান হতে এসে একত্র হয়, হয়ে কিয়ৎক্ষণ একত্র চলে, আবার বেগান্তর উপস্থিত হলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ইতস্ততঃ যায়, স্ত্রীপুত্রাদির

সম্বন্ধও সেইরূপ, কেউ কারো সঙ্গে আসে না, কেউ কারু সঙ্গে যায় না, প্রাণ বিযুক্ত হলে মাতাও ক্রোড়ে স্থান দেন্ না, পিতাও পরিত্যাগ করেন, বন্ধু বান্ধব স্পর্শ করেছি বলে স্না. করে গৃহে গমন করে, কিন্তু ধর্ম্ম তাকে কখন ত্যাগ করেন না, ছায়াও শরীরের সঙ্গে সর্ব্বত্র যায় না, কেবল ধর্ম্মই জীবের সঙ্গের সঙ্গী, ধর্ম্মই এক সহায়। আমি তো সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি নি, তবে অজ্ঞানী সামান্য লোকের ন্যায় শোকে অভিভূত হই কেন? শোকটা কি? মোহ ব্যতীত আর কিছুই নয়, রোহিতাশ্ব আমার কে? শৈব্যাই বা আমার কে? শৈব্যা রোহিতাশ্বকে দাহ কর্‌তে এনেছে, দাহ কর্‌বে, করুক, আমি স্বামি নিয়োগ সাধন করি, এখন পরিচয় দেওয়া হবে না, তবে নিতান্তই জান্‌তে পারে, তাতে আর কি করা যাবে।

শৈব্যা। (চৈতন্য পাইযা দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার অদৃষ্টে যদি এত দূর হলো, তবে দেহত্যাগ করি নে কেন, তা হলে তো আর দুঃখ ভোগ

কর্‌তে হবে না, সেই ভাল, এই দড়ি এক গাছা পেলেম, ঐ গাছে গে গলায় দে মরি। (তৎ-কর্ম্মে উদ্যতা)

রাজা। (সবিষাদে) এ আবার কি! যা ভেবেছি তাই ঘটে যে, শৈব্যা প্রাণত্যাগ করেন,

(গম্ভীর স্বরে)

আত্ম বিক্রয়কারীর আত্মহত্যা করিবার অধিকার নাই।

শৈব্যা। (ত্রস্তভাবে) একি দৈববাণী হলো নাকি? হতে পারে, এ দেহ বিক্রয় করা হয়েছে এ ত্যাগ কর্‌বার ক্ষমতা আমার কৈ? (সবিষাদে) হা অদৃষ্ট, দেহ ত্যাগ কর্‌বো, তাও পার্‌বো না, যারা স্বাধীন তারা সুখে প্রাণত্যাগও কর্‌তে পারে, অভাগিনী শৈব্যার কপালে তাও নাই! এখন কি করি? (চিন্তা করিয়া) দূর হোক্‌ আর শোক কর্‌লে কি হবে, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তা হলো, এখন পুত্রের গতি করি, করে যাই উপাধ্যায় আবার বিরক্ত হবেন, তাঁর সংসারের কর্ম্ম করি গে—ইঃ তুল্‌তে যে পারি নে

আমার রোহিতাশ্ব কি এত ভারি হয়েছে? না, আমার শরীরে বল নাই তাই তুল্‌তে পাচ্যি নে। কি করি এখন? (তুলিতে চেষ্টা)

রাজা। (অগ্রে গিয়া প্রকাশে) অগো আগে বস্ত্রাদি আমাকে দেও, পরে সংকার করো। (হস্ত প্রসারণ)

শৈব্যা। (ত্রস্তভাবে) থাক বাপু, ঐ দিকে থাক, ছুঁয়ো না, আমি দিচ্যি। (শবশরীর হইতে বস্ত্র লইয়া সভয়ে অল্পে অল্পে রাজার হস্ত নিরীক্ষণ করত) এ হাত দুখানি—(শরীরের প্রতি দৃষ্টি দিয়া) একি—(বিস্ময়াতিশয়ে অবস্থান)

(আকাশ হইতে উভয়ের মস্তকে পুষ্প ও দুন্দুভিধ্বনি।)

শৈব্যা। নাথ, একি? তোমার এ অবস্থা কেন? (কিঞ্চিৎ আগমন)

রাজা। (কিঞ্চিৎ অপসরণ) প্রিয়ে স্পর্শ করো না, আমি অবশিষ্ট টাকার নিমিত্ত মুদ্দফরাশের নিকটে আত্মবিক্রয় করে, তার এই দাস্য কার্য্য নির্ব্বাহ কচ্যি।

শৈব্যা। নাথ এত দূর তোমার অদৃষ্টে হলো? ধর্ম্মের কি এই কর্ম্ম?

[ধর্ম্মের প্রবেশ]

ধর্ম্ম। পতিব্রতে, আমাকে নিন্দা কচ্যো, তোমাদিগকে সালোক্য মুক্তি প্রদান কর্‌তে আমি এলেম।

রাজা। (সবিস্ময়ে) একি, ধর্ম্ম স্বয়ং এসে উপস্থিত। আমরা চর্ম্মচক্ষে ভগবান্ ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ কর্‌লেম। আমাদের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ।

ধর্ম্ম। মহারাজ কেবল অদৃষ্টকে কেন, তোমার দান ধন্য, স্বভাব ধন্য, ধৈর্য্য ধন্য, ক্ষমা ধন্য, সত্য ধন্য, জ্ঞান ধন্য, তোমাকে অসঙ্খ ধন্য-বাদ ও পতিব্রতা রাজ্ঞীকেও অসঙ্খ ধন্যবাদ।

রাজা। (লজ্জিতভাবে অধোবদন থাকিয়া কিঞ্চিৎ পরে) প্রভো,প্রণাম কর্‌তে পার্‌লেম না, অশুচি দেহ, পুত্রের দেহাতিপাত হয়েছে!

ধর্ম্ম। সে কি? অমন অমঙ্গল কথা মহা-রাজ বল্‌বেন না, দেহাতিপাত হবে কেন?

রোহিতাশ্ব, বৎস গাত্রোত্থান করোতো। তোমার পিতা কাতর হয়েছেন, মা রোদন কচ্যেন, মায়ের ক্রোড়ে যাও।

রোহিতাশ্ব। (উঠিয়া উভয় করে নয়ন মার্জ্জন করত) মা শ্মশানে এসেছ কেন? মা তুমি আমাকেই বা এ শ্মশানে এনেছ কেন?

শৈব্যা। (পরম আহ্লাদে) কি, আমার রোহিতাশ্ব জীবিত হলো? (দ্রুত পদে গিয়া ক্রোড়ে ধারণ)

রোহি। মা তুমি এ শ্মশানে কেন এসেছ? (শৈব্যার রোদন)

ধর্ম্ম। রোহিতাশ্ব বহু দিনের পর পিতৃ সন্দর্শন কর।

রোহি। কৈ পিতা কৈ? (দেখিয়া নিকটে গমন ও চরণোপান্তে পতন।)

রাজা। বৎস রোহিতাশ্ব আমাকে স্পর্শ করো না, আমি মুদ্দফরাশ হয়েছি।

ধর্ম্ম। মহারাজ সে আশঙ্কা আর কেন, আপনকার ধর্ম্মনিষ্ঠা পরীক্ষার্থে আমি এই

মায়া প্রপঞ্চ বিস্তার করেছিলেম, মুদ্ধফরাশ হয়ে আমিই আপনাকে ক্রয় করি, আমিই কাল্পনিক ব্রহ্মচারী বেশে আপনকার নির্লোভিতা ও ন্যায়পরতা পরীক্ষা কর্‌লেম। আরো কি পরিচয় দিই শুনুন, রাজমহিষীকে যে ব্রাহ্মণ ক্রয় করে-ছিলেন, তিনি সামান্য ব্রাহ্মণ নন, স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, তাঁর ব্রাহ্মণী অন্নপূর্ণা, ছাত্র নন্দী।

রাজা। (সবিস্ময়ে) সে কি? আমার এত দূর সৌভাগ্য।

ধর্ম্ম। মহারাজ ঐ দেখুন, বিদ্যালাভে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পরম পরিতুষ্ট হয়ে আস্‌চেন।

শৈব্যা। (সভয়ে) আবার বিশ্বামিত্র ঋষি আস্‌চেন!

ধর্ম্ম। বাছা ভয় নাই, তোমাদের যে কুগ্রহ উপস্থিত হয়েছিল, মহাত্মা বশিষ্ঠ দেবের শান্তি-কার্য্যে এক্ষণে সে সুগ্রহ হয়েছে, আর বিশ্বামিত্র ক্রোধ কর্‌বেন না, তাঁর সঙ্গে ইষ্টালাপ কর, পরে তোমরা কিছুদিন রাজ্য ভোগ করে রোহিতাশ্বকে রাজ্যাভিষেক পূর্ব্বক চরমে পরমপদ ব্রহ্মসা-

লোক্য লাভ কর্‌বে। আমি এক্ষণে অন্তর্হত হই। (অন্তর্ধান)

[বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বা। (হাস্য বদনে) মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ক্ষণজন্মা তুমি, তোমার যশে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হলো—তোমার নাম লোকের প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাক্‌লো, আমি তপঃপ্রভাবে শত শত অসাধ্য সাধন করেছি, কিন্তু অনেক তপস্যাতেও বিদ্যা-ত্রয় সিদ্ধ কর্‌তে পারি নাই, তোমার প্রসাদে সে বিদ্যা আমার প্রতি সুপ্রসন্না হয়েছেন।

রাজা। আসুন, আসুন, প্রণাম করি। পরমা-হ্লাদের বিষয়, আপনার বিদ্যাত্রয় সিদ্ধ হয়েছে?

বিশ্বা। হাঁ মহারাজ, কৃতকার্য্য হয়েছি আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এলেম। তা কি আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, এই যে স্ত্রীপুত্র লাভ হয়েছে আপনার।

রাজা। আজ্ঞে, ধর্ম্ম অনুগ্রহ করে দেছেন।

বিশ্বা। তা ধর্ম্মই তো দেন, দিবার শক্তি আর কারু নাই, নেবার শক্তি ও আর কারু নাই, আমি দিলেম আমি পেলেম, লোকের এ সকল

ভ্রান্তি, তা সে যাই হোক, এখন তোমার পৃথিবী রাজ্য গ্রহণ কর, আর আমার প্রয়োজন নাই।

রাজা। কি আজ্ঞা কচ্যেন? তা হলে যে আমাকে দত্তাপহারী হতে হবে।

বিশ্বা। না না, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ কচ্যি তাতে দোষ নাই।

রাজা। যে আজ্ঞা।

বিশ্বা। তোমাকে বিস্তর কষ্ট দিছি, আরো কিছু বর তুমি প্রার্থনা কর। আমি তোমার ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হয়েছি।

রাজা। আপনার পরিতোষই আমার বর, আর কি বর, তবে বরং এই হোক, ধর্ম্মরক্ষাবন্ত আমার সকল রক্ষিত হয়েছে অতএব পৃথিবীস্থ রাজা প্রজা উভয়েই যেন ধর্ম্মরক্ষায় যত্নবান থাকেন।

বিশ্বা। তাই হবে।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে সঙ্গীত সংখ্যা ১০)

(পটপ্রক্ষেপণ)

সংগীত।

সংখ্যা ১

রাগিনী কেদারা—তাল একতালা।

হে ভ্রাতঃ ভারত বাসি, কত ঘুমাইবে আর,
কত বা বহিবে বল বিষম দাসত্ব ভার।
পবিত্র ভারতভূমি, যাহাতে জন্মেছ তুমি,
এখন দেখ চাহিয়ে, কি দশা হয়েছে তার।
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর, দেখনা হইল ভোর,
ঘুচাও দুঃখের জ্বালা, ভারত মাতার;
বীর কুল প্রসবিনী, বলিয়া বিখ্যাত যিনি,
দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ তনয় তাহার।

সংখ্যা ২

রাগিনী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

ওহে প্রাণ নাথ কি লাগি ডাকিলে হে আমায়,
তব অদর্শন শরে প্রাণ যায়।

এ তোমার দাসী, সদা শ্রবণ পিপাসি হে,
তব অনুমতি সুধাময়।
বড় সাধ মনে, থাকি ও চরণে হে,
হইয়ে তোমার ছায়া প্রায়।

সংখ্যা ৩

রাগিণী সুরট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

আমি ত সই জানি ভাল তাঁহার মন,
(তিনি) না হেরে আমারে ভাল থাকেন না
কখন।
পোড়া বিধি বাদ সাধিল সখি আমারে, কি দূষিব
তাঁরে, মম ললাট লিখন।

সংখ্যা ৪

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

সখি প্রাণ যাঁরে চায়, তাঁরে মান তো খাটে না,
অদর্শনে অভিমান—দর্শনে থাকে না।
আঁখি রাঙ্গাইয়ে রাগ করিলে ছলনা,
পোড়া আঁখি অনুরাগে, তাঁরে হেরিতে থামে না।

যত মনে করি কথা কব না কব না,
(সইরে) পোড়া মুখে পোড়া হাসি না এসে
থাকে না।
স্নিগ্ধ আলিঙ্গন তাঁরে করিতে ভাবনা,
(সইরে) এ দাসীর দেহে আর পুলক ধরে না।

সংখ্যা ৫

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল কাওয়ালি।

চতুরঙ্গে সবে কর মৃগয়া।
এস সবে মিলে, এক মন করি, অটবি মাঝে
ফিরি, শ্বাপদ নিচয়ে, নিদয় হয়ে, সংহারি;
করি হুহুঙ্কার আমরা, স্মরিয়ে অভয়া।
কত কহিব গুণ মৃগয়ার, হয় ব্যায়ামে দেহে
বলের সঞ্চার, নিপুণতা হয় চল লক্ষ্য মারিবার,
শেষে দেখ কত আরাম, করিতে বিশ্রাম, পেয়ে
নিবিড় বন ছায়া।

সংখ্যা ৬

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

প্রাণ যায় গো কি হবে অবলার উপায়,
জননী গো, কি হবে অবলার উপায়।
প্রাণ কন্যা প্রাণে মরে, আসিয়ে দেখনা তারে গো,
কোথা রইলে এ সময়।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ, থাক যদি বন মাঝ গো,
এস দয়াময়, রাখ গো দুঃখিনী প্রজায়।
ভণ্ড বেটা অগ্নিকুণ্ডে, ফেলে দেয় বা হেঁট মুণ্ডে,
শিহরিছে কায়, ভাবিয়ে কাঁপিছে হৃদয়।

সংখ্যা ৭

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

অতি ভীষণ শ্মশান,
চারি দিকে জ্বলে চিতা বিকৃত বিঘ্রাণ।
অস্থি মাংস বশা দহে, পূতি গন্ধ ধূম বহে,
নানা বর্ণ উঠে শিখা শৈলাগ্র সমান।
ঊর্দ্ধে গৃধ্র উড়ে কত, ফেরু ফিরে অবিরত,
কুক্কুর ক্রন্দয়ে—ক্রূর কঠোর নিঃস্বান।

সংখ্যা ৮

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল একতালা।

বিধি কি করিলে।
একমাত্র পুত্রধন দিয়েছিলে,
পুনঃ কি দোষেতে হরিয়ে লইলে।
রাজ্য ধন আদি সব হরে নিলে,
অকূল সাগরে মোরে ভাসাইলে,
জীবন সর্ব্বস্ব, মোর রোহিতাশ্ব,
পুত্রধনে তুমি নিলে হে অকালে।
হারা হয়ে পুত্র প্রাণের রতন,
এ ছার জীবনে কিবা প্রয়োজন,
রে পাপ পরাণ বলনা এখন,
আমার এ দেহ কেন না ছাড়িলে।

সংখ্যা ৯

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

নাথ কোথা হে এখন,
তোমার পত্নীর দশা আসি কর নিরীক্ষণ।

জীবন সর্ব্বস্ব ধন, হারা হয়েছে জীবন,
পশি বারি মাঝে আমি ত্যজি এ জীবন।
ছিল যে নয়ন নিধি, তারে হরে নিল বিধি,
তবে এই পাপ প্রাণে কিবা প্রয়োজন।

সংখ্যা ১০

রাগিণী টোড়ি—তাল ঢিমে তেতালা।

সুখে রাজ্য কর ভূপতি এখন,
হবেনা বিপদ কখন, চারিযুগে সবে তব করিবে
গুণ কীর্ত্তন।
ধর্ম্মের পতাকা তব, ভারতে উড্ডীন,
রহিবে রহিবে চিরদিন, ধার্ম্মিক উপমা মধ্যে
হইবে তুমি প্রধান।
তোমার চরিত্র দেখে যে জন অধর্ম্ম—
ত্যেজিবে, রাখিবে যে সত্য ধর্ম্ম,
ইহে সুখ, অন্তে মোক্ষ লাভ করিবে সে জন।